বইঘর
Boighar.com

ছুটির দিনে ভয়ঙ্কর দুপুরে

সুমন্ত আসলাম

বইঘর

তুহিন

www.boighar.com

খুব সমস্যার মধ্যে আছে ডিউ, টুইটি, উপল, অর্ক আর শান্তনু। ওদের আব্বু-আম্মু ওদের শাসন করেন সব সময়– দেখা হলেই বলেন এটা করো না ওটা করো না; খেলাধূলা কম করবে; লেখাপড়া বেশী করবে। না না ঝামেলা।

সবাই ওরা ক্লাস সিক্সে পড়ে, কেবল অর্ক পড়ে ক্লাস ফাইভে। একই বিল্ডিংয়ের বিভিন্ন ফ্ল্যাটে থাকে ওরা। অনেক মিটিং, অনেক চিন্তা করে একটা বুদ্ধি বের করে ওরা একদিন। সেই মোতাবেক কাজ করতে থাকে, অনেক কষ্টদায়ক কাজ।

তারপর?

তারপর ওদের আব্বু-আম্মুসহ একটা বনভোজনে যায় ওরা একদিন। কিন্তু পথের মধ্যে থেকে অদ্ভূত একটা কৌশল করে বাসায় পালিয়ে আসে ওরা। বাসায় এসেই ওরা চমকে ওঠে, আতঙ্কে কুঁকড়ে যায়, ভয়ে চোখ বড় বড় হয়ে যায় ওদের। www.boighar.com

কেন?

ছুটির দিনে ভয়ঙ্কর দুপুরে

ছুটির দিনে ভয়ঙ্কর দুপুরে

www.boighar.com

সুমন্ত আসলাম

©
লেখক

প্রকাশক
এ কে নাছির আহমেদ সেলিম
কাকলী প্রকাশনী
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
www.boighar.com

তৃতীয় মুদ্রণ
ফেব্রুয়ারি ২০০৮
দ্বিতীয় মুদ্রণ
ফেব্রুয়ারি ২০০৮
প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০০৮

প্রচ্ছদ
শফিউল ফারুক উজ্জ্বল

বর্ণবিন্যাস
কম্পিউটার গ্যালাক্সি
৩৩ নর্থব্রুক হল রোড, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ
এঞ্জেল প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন্স
৫ শ্রীশ দাস লেন, ঢাকা-১১০০

দাম ১০০ টাকা

Chutir Dine Voyongkor Dupure by Sumanto Aslam
Published by A. K. Nasir Ahmed Salim
Kakali Prokashoni, 38/4 Banglabazar, Dhaka-1100
Price Tk. 100.00

ISBN 984-70133-0359

এগার, ছয় এবং সাড়ে তিন বছরের খুব প্রিয় তিন জন বন্ধু আছে আমার। আমি ওদের কাছে গেলেই ওরা আমাকে এমনভাবে জড়িয়ে ধরে, আমার আর তখন কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না। সারাক্ষণ আমার সঙ্গে দুষ্টমি, আমার পাশে বসে থাকা, আমার পিঠে ঘুষি মারা—একটা না একটা কিছুই করবেই আমাকে নিয়ে। আমার একটুও বিরক্ত লাগে না, বরং ভালো লাগে, খুব ভালো। www.boighar.com

প্রিয় গুলশান নিগার চৌধুরী, প্রিয় অর্চি
প্রিয় অবন্তী অন্তরা চৌধুরী, প্রিয় অর্পা
প্রিয় অনন্যা অদ্বিতী চৌধুরী, প্রিয় অর্ণা

তোমরা কি জানো—আমার সেই বন্ধুরা কারা? হা হা হা, জেনে গেছ তোমরা, না? এটা কি জানো—তোমাদের আমি কত পছন্দ করি, কত ভালোবাসি?

ছোট বন্ধুরা,

আমি জানি তোমরা একটা জিনিস নিয়ে খুব বিরক্তে থাকো—আর সে জিনিসটা হলো আব্বু-আম্মুর শাসন। তোমরা প্রায়ই ভাবো—আব্বু-আম্মু এত শাসন করে কেন? মাঝে মাঝে তোমাদের মনে হয় বাসা থেকে পালিয়ে দূরে কোথাও চলে যাবে। তাই না? এ কাজটা কখনো করো না। আব্বু-আম্মু তাহলে ভীষণ কষ্ট পাবেন। তোমরা বরং একটা কাজ করতে পারো—তোমরা এই বইটা পড়ে জেনে নিতে পারো ডিউ, টুইটি, উপল, অর্ক আর শান্তনু কী করেছিল? তারপরই তোমরা আনন্দে নেচে উঠবে। প্রমিজ।

ভালো থেকো, প্রতিদিন।

www.boighar.com

সুমন্ত আসলাম

sumanto_aslam@yahoo.com

www.boighar.com

আমাদের প্রকাশিত লেখকের অন্যান্য বই

- অথচ আজ বসন্ত
- যে তুমি খুব কাছের
- চার দস্যি

বাবার বালিশের নিচ থেকে চাবিটা নিয়ে যেই না ডিউ একটু সরে এসেছে, সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠল সে। ভূস করে একটা শব্দ হলো পেছনে, খাটটাও ক্যাচ ক্যাচ করে উঠল চেঁচিয়ে। ডিউয়ের মনে হলো—খাট থেকে নেমে কেউ একজন ধরতে আসছে তাকে।

স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে কিছুক্ষণ। না, কেউ তাকে ধরতে আসছে না। আগের মতোই দাঁড়িয়ে মাথাটা আলতো করে পেছনে ঘুরালো সে। ঘরের ডিম লাইটের আলোতে বাবার দিকে তাকাল। চাবি নেওয়ার সময় বাবা অন্যদিকে কাত হয়ে শুয়েছিলেন, এখন শুয়ে আছেন এদিকে কাত হয়ে। তার মানে কাত হওয়ার সময় মুখ দিয়ে শব্দ করেছেন বাবা, আর ঘুরে শোওয়ার জন্য খাটটাও নড়ে ওঠায় ক্যাচ ক্যাচ শব্দ হয়েছে। মুখটা হাসিতে ভরে উঠল ডিউয়ের।

পা টিপে টিপে বাবার ঘর থেকে ড্রইংরুমে চলে এলো ডিউ। সারা ঘর অন্ধকার, দ্রুত হাঁটা যাচ্ছে না তাই। কোনো রকমে দরজার কাছে এসে দরজার তালাটা ধরল সে। তারপর হাতের চাবির গোছা থেকে হাতড়ে হাতড়ে লম্বা মতো চাবিটা খুঁজে যেই না তালাতে ঢুকাতে যাবে সঙ্গে সঙ্গে সেটা পড়ে গেল মেঝেতে। বাবার চাবির গোছার সঙ্গে অনেক চাবি, পড়ে গিয়েই ঝনাৎ করে শব্দ হলো। নিঃশব্দ রাত, ভীষণ জোরে শোনাল শব্দটা।

ভয়ে কেঁপে উঠল ডিউ। একটু একটু ঘামতেও লাগল সে। বাবার কানে নিশ্চয় চাবি পড়ার শব্দ গেছে এবং এখনই ঘুম থেকে উঠে বাবা রাগী গলায় বলবেন, 'কী ব্যাপার ডিউ, এত রাত করে তুমি এখানে!'

দাঁড়িয়ে রইল সে চুপচাপ। মেঝেতে কিসের যেন খস করে একটা শব্দও হলো। বুকের ভেতরটা আবারও কেঁপে উঠল ডিউয়ের। বাবা তাহলে সত্যি সত্যি আসছে। এসেই অনেকগুলো প্রশ্ন করবেন এবং এক সময় সবকিছুর জন্য ক্ষমাও পেয়ে যাবে সে। কিন্তু একটা ব্যাপারে বাবা কোনোভাবেই ক্ষমা করবেন না, সেটা হলো চাবি চুরির ব্যাপারটা।

ডিউয়েরও কোনো ইচ্ছে ছিল না চাবি চুরি করার। কিন্তু চুরি করতে বাধ্য হয়েছে। শান্তনু, টুইটি, অর্ক, উপল আর সে মিলে একটা চ্যালেঞ্জ হাতে নিয়েছে, সেটা তারা সফল করবেই!

সম্ভবত ওরা সবাই যার যার বাবার চাবি চুরি করে ছাদে গিয়ে বসে আছে এতক্ষণ। কেবল সেই পারছে না। বাবাটা যে কি-না, ড্রইংরুমে কেউ ভেতর থেকে দরজা দেয়! কই শান্তনু, টুইটি, অর্ক বা উপলের বাবা তো দেয় না। ডিউ মনে মনে আরো একটু রেগে যেতে নিয়েই থেমে যায়। দোষ তো তারই, সেই তো রাত করে মাঝে মাঝে ঘরের বাইরে বের হয়ে ছাদে গিয়ে বসে থাকত চুপিচুপি আর গভীর মনোযাগ দিয়ে তাকিয়ে থাকত আকাশের দিকে। তারা দেখত, চাঁদ দেখত, আরো যে কত কী দেখত! একদিন তাকিয়ে থাকতে থাকতে সে দেখে লম্বা ঝাড়ুর মতো কী যেন একটা আকাশ থেকে ছুটে আসছে তার দিকে। ভয়ে তো সে অস্থির। দৌড়ে গিয়ে কোথায় লুকাবে খুঁজে পায় না তা ছাদে। ভয়াবহ একটা আতঙ্ক নিয়ে হঠাৎ সে দেখে—না, লম্বা ঝাড়ুর মতো জিনিসটা তার দিকে আসেনি, অন্য দিক দিয়ে চলে গিয়ে মিলে গেল আকাশেই। পরে টুইটির কাছে জেনে নিয়েছে ঝাড়ুর মতো ওই জিনিসটা আসলে উল্কাপিণ্ড। তারপর চুপি চুপি ছাদে এসে এরকম উল্কাপিণ্ড সে অনেক দেখেছে রাতে, আর ভয় পায়নি। কিন্তু বাবা একদিন টের পেয়ে যান ব্যাপারটা। রাতে ড্রইংরুমের দরজায় তালা লাগাতে থাকেন তার পরের দিন থেকে, যাতে সে আর রাতে ছাদে কিংবা অন্য জায়গায় যেতে না পারে চুপিচুপি।

না, বাবা আসছেন না। মেঝেতে এমনিতেই কিছু একটার শব্দ হয়েছে। বাবা ঘুমাচ্ছেন, এখান থেকেই অল্প অল্প তার নাক ডাকার শব্দ শোনা যাচ্ছে।

মেঝে থেকে চাবির গোছাটা তুলে নিল ডিউ। অন্ধকারেই লম্বা চাবিটা দিয়ে আবার তালা খুলতে লাগল এবং এক সময় খুলেই ফেলল। এবার দরজার উপরের দিকে ছিটকিনিটা খুলতে হবে তার। কিন্তু ছিটকিনিটা তো অনেক উঁচুতে!

ডাইনিং রুম থেকে এ রুমে একটা চেয়ার টেনে আনল সে বেশ কষ্ট করে। চেয়ারে উঠে ছিটকিনিটা খুলে চেয়ারটা আবার ডাইনিং রুমে না নিয়ে পাশে একটু সরিয়ে রাখল। তারপর কোনো রকম শব্দ না করে দরজাটা খুলে বাইরে বের হতেই কারেন্টটা চলে গেল।

ঘুটঘুটে অন্ধকার চারপাশে। বুকের ভেতর লাফাতে শুরু করেছে আবার। ডিউ একবার ভাবল ঘরে ফিরে যাবে সে, আবার ভাবল সবাই হয়তো তার জন্য অপেক্ষা করছে ছাদে। মহা মুশকিল, কী যে করবে ভেবে পাচ্ছে না সে। একটু

boighar.com

পর ভেবেই ফেলল—যত অন্ধকারই হোক এখন আর রুমে ফিরে যাবে না সে, ছাদেই যাবে।

দরজাটা চাপিয়ে দিয়ে সিঁড়ির রেলিংটা ধরে আস্তে আস্তে ছাদের দিকে এগুতে থাকে ডিউ। খুব বিরক্ত লাগছে এভাবে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে। আলো হোক আর অন্ধকার হোক সে লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে অভ্যস্ত, আর সেই তাকে কি-না শব্দ হওয়ার ভয়ে বুড়ো দাদুর মতো পা টিপে টিপে উঠতে হচ্ছে।

বেশ সময় নিয়ে দোতালা থেকে পাঁচতলা পেরিয়ে ছাদে আসার সঙ্গে সঙ্গে কারেন্টটা আবার এসে গেল। ছাদে পানির ট্যাংকের পাশে উপল, অর্ক আর শান্তনু বসে আছে উদ্বিগ্ন হয়ে। ডিউকে দেখেই শান্তনু কিছুটা লাফিয়ে উঠে বলল, 'এত দেরি করলি যে!'

'আর বলিস না, মহা ঝামেলায় পড়েছিলাম।'

'মহা ঝামেলা!' শান্তনু কপাল কুঁচকে বলে।

'হ্যাঁ, মহা ঝামেলা।' ডিউ ওদের পাশে বসতে বসতে বলে, 'তোরা তো জানিস, বাবা আমাদের ড্রইংরুমে তালা লাগিয়ে রাখে রাতে।'

'হ্যাঁ জানি তো।' উপল ডিউয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, 'রাতে যেন তুই চুপি চুপি ছাদে কিংবা অন্য জায়গায় যেতে না পারিস, সেজন্যই তো তালা লাগিয়ে রাখেন আঙ্কেল।'

'বাবার বালিশের নিচ থেকে চাবিটা নিতে আমার যা কষ্ট হয়েছে না, ভীষণ ভয় পেয়েছিলাম আমি।' ডিউ ওর চোখ দুটো একটু বড় বড় করে বলে, 'তারপর চাবিটা দিয়ে ড্রইংরুমের তালাটা খুলতে নিয়েই চাবিটা মেঝেতে পড়ে গিয়ে ঝনাৎ করে শব্দ হলো। সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হলো, এবার আমি গেছি, বাবা ঘুম থেকে উঠে আমাকে দেখে ফেলবেন।'

'যাক, শেষ পর্যন্ত তো তুমি ধরা পরোনি।' অর্ক একটু সাহসী ভঙ্গিতে বলে, 'আমি কিন্তু একটুও ভয় পাইনি। বাসা থেকে বের হওয়ার সময় আব্বু যদি দেখেই ফেলত তাহলে আমি বলতাম, আব্বু, আমি এখন ক্লাস ফাইভে পড়ি, বড় হয়েছি না আমি। মাঝে মাঝে আমি তাই একটু বাইরে যেতেই পারি, প্রতিদিন তো আর যাচ্ছি না।' অর্ক ডিউয়ের দিকে তাকিয়ে বলে, 'তুমি, উপল ভাইয়া, শান্তনু ভাইয়া, টুইটি আপু তো ক্লাস সিক্সে পড়, তোমাদের তো আরো বেশি সাহসী হওয়া উচিত।'

'ভালো কথা, টুইটি আসেনি?' ডিউ জিজ্ঞেস করে।

'না, ও আসেনি।' উপল একটু ভয় ভয় গলায় বলল, 'ওর জন্য ভয় হচ্ছে, শেষ পর্যন্ত ও আসতে পারবে তো!'

'আমরা কি ওদের ফ্ল্যাটের সামনে গিয়ে একটু দেখে আসব নাকি?' ডিউ সবার দিকে তাকিয়ে বলে।

'তা দেখা যায়, তবে আমরা আরো একটু অপেক্ষা করে দেখি।' শান্তনু কথাটা বলে ডিউয়ের দিকে তাকিয়ে বলে, 'তোর দেরি দেখে আমরাও তো ভেবেছিলাম, তুইও আসতে পারবি না।'

'বল তো, আমাদের পাঁচজনের বাবাদের মধ্যে সবচেয়ে বোকা কে?' ডিউ বলে।

'আমার বাবা।' হাত উঁচু করে উপল সবার দিকে তাকিয়ে কিছুটা গর্বিত ভঙ্গিতে বলে।

'তোর কেন মনে হলো তোর বাবা সবচেয়ে বোকা মানুষ?' শান্তনু উপলকে জিজ্ঞেস করে।

'কারণ হচ্ছে, আমার বাবা কোনো কিছু ভালো করে না দেখে, না বুঝে হঠাৎ করে কথা বলে ফেলেন।' উপল মিটি মিটি করে হাসতে হাসতে বলে, 'সেদিন হয়েছে কি জানিস, আমি, আম্মু আর আব্বু মিলে মার্কেটে গিয়েছি। হঠাৎ অনেকদিন পর আব্বুর এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা রাস্তায়। সঙ্গে সঙ্গে আব্বু চিৎকার উঠে বলে, আরে, কতদিন পর তোর সঙ্গে দেখা, তোর মেয়েটাও দেখি অনেক বড় হয়ে গেছে! আব্বুর বন্ধুটি হাসতে হাসতে বলে, কাকে আমার মেয়ে বলছিস, ও তো আমার স্ত্রী। বিব্রত হওয়া তো দূরে থাক, আব্বু অবাক হয়ে বলে, তাই নাকি! ভাবীজানের বয়স তো খুবই অল্প মনে হয়, তুই আর আমি তো বুড়ো হয়ে গেছি।'

ডিউ হাসতে হাসতে বলে, 'তোর আব্বুটা আসলেই বোকা। সেদিন সিঁড়িতে আমাকে দেখে বলেন, তোমার নামটা যেন কি? আমি বললাম, ডিউ। আঙ্কেল সঙ্গে সঙ্গে বললেন, ডিউ! তুমি তো তাহলে মেয়ে, ছেলেদের পোশাক পরে আছো কেন তুমি! আমি বললাম, আমি তো ছেলেই। আঙ্কেল আগের চেয়ে অবাক হয়ে বললেন, ডিউ কখনো ছেলেদের নাম হয় নাকি, ওটা তো মেয়েদের নাম। বলেই তিনি সিঁড়ি ভেঙ্গে বাসায় চলে গেলেন। আঙ্কেল চলে যাওয়ার পর আমার যা হাসি পাচ্ছিল না।'

'আঙ্কেল তোকে এ কথা বললেন কেন?' শান্তনু অবাক হওয়ার মতো করে বলে, 'আমরা তো সবাই এই বিল্ডিংয়েই থাকি, অনেকদিন ধরে থাকি। ডিউরা থাকে দোতালায়, টুইটি আর অর্করা থাকে তিনতলার দুই সাইডের দুই ফ্ল্যাটে, আমরা চার তলায় আর উপলরা থাকে পাঁচতলায়। আমরা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের বাসায় দিনে না হলেও কয়েকবার করে যাই, খেলাধুলা করি, ফ্রিজ খুলে এটা-ওটা খাই। আমাদের আব্বু-আম্মুরা একে অপরের বন্ধুর মতো। তাও আঙ্কেল

boighar.com

www.boighar.com

পানির ট্যাংকের আড়ালে দাঁড়িয়ে ওরা ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে আছে ছাদের গেটের দিকে

তোকে চিনতে পারল না!'

'বললাম না, আমার আব্বু এরকমই। মাঝে মাঝে হয় কি জানিস—রাতে আমরা সবাই একসঙ্গে খেতে বসি। সবার খাওয়া শেষ হওয়ার পর আমরা যখন গল্প করতে বসি তার কিছুক্ষণ পরেই আব্বু পেটে হাত দিয়ে বলে, রাতের খাবার দিলে না এখনো, খিদে পেয়েছে তো।' উপল কথাটা বলে আর হাসে।

ওর হাসি দেখে ডিউ বলে, 'তোর আম্মু তখন কী বলেন?'

'আম্মুও হাসে।'

'আচ্ছা, টুইটি এখনো আসছে না যে।' ডিউ কিছুটা উদ্বিগ্ন হয়ে বলে ছাদের গেটের দিকে তাকায়।

'হ্যাঁ, আমিও ভাবছি।' শান্তনু বলল।

'কোনো অসুবিধা হলো না তো টুইটি আপুর।' অর্ক উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'আমাদের পাশের ফ্ল্যাটেই তো আপু থাকে, আমি একটু দেখে আসি? এই যাব আর আসব।'

'না, এখন গেলে যে কোনো মুহূর্তে ধরা পড়ে যেতে পারো তুমি।' উপল অর্কের দিকে তাকিয়ে বলে, 'তুমি বসো। আমার মনে হচ্ছে কিছুক্ষণের মধ্যে টুইটি এসে পড়বে।'

ছাদের গেটে সামান্য শব্দ হলো। ভয় ভয় চোখে সবাই একসঙ্গে তাকাল সেদিকে। সঙ্গে সঙ্গে সবার চেহারা হাসি হাসি হয়ে গেল। টুইটি এসেছে, একটা বড়-সড় টিফিন ক্যারিয়ার ওর হাতে।

অর্ক কিছুটা উত্তেজনা নিয়ে বলল, 'তোমার হাতে এটা কী আপু?'

টুইটি ওদের পাশে বসতে বসতে বলে, 'ভাবলাম সবাই যখন একসঙ্গে হচ্ছিই, তাহলে কিছু খাবার নিয়ে যাই। ফ্রিজে কেক ছিল, মিষ্টি ছিল, নিয়ে এসেছি।'

'খুব ভালো করেছ আপু, আমার যা খিদে পেয়েছে না।' অর্ক টুইটির হাত থেকে টিফিন ক্যারিয়ারটা নিজের হাতে নিল।

'দেখিস, সব আবার একা খেয়ে ফেলিস না।' টুইটি বলে।

'আমার মনে হয় খুব দ্রুত আমাদের কাজটা এখনই সেরে ফেলা উচিত। কারণ অনেকক্ষণ আমরা বসে আছি এখানে। আমাদের কারো না কারো বাসায় কেউ জেগে উঠতে পারে। তাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে আমাদের, আমাদের সব পরিকল্পনা ধুলিস্মাৎ হয়ে যাবে।' শান্তনু বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে বলল।

'সবার যার যার বাসার আলমারির চাবিটা আনা হয়েছে তো।' টুইটি সবার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে।

boighar.com

'আমি শুধু আলমারিরটা না, বাবার চাবির গোছাটাই চুরি করে নিয়ে এসেছি।' ডিউ বলে।

'ওখান থেকে তুই আলমারির চাবিটা আলাদা করতে পারবি?'

'অবশ্যই। তবে আমার কিন্তু দুটো চাবি নকল করতে হবে। একটা আলমারির, আরেকটা ড্রইংরুমের।'

'ও হ্যাঁ, তোদের ড্রইংরুমে তো আবার রাতে তালা লাগানো থাকে।' টুইটি মুচকি মুচকি হাসতে হাসতে বলে। একটু থেমে ও আবার বলে, 'আমাদের সবার ঘরের বাইরের তালার চাবি তো আছে।'

'হ্যাঁ আছে। আমরা স্কুল থেকে আসার পর অনেক সময় আম্মু কিংবা অন্য কাউকে বাসার ভেতর পাই না, তারা তালা লাগিয়ে কোথাও না কোথাও যায়, তখন তো এই চাবি দিয়েই তালা খুলে বাসায় ঢুকতে হয় আমাদের।' ডিউ বলে।

'আচ্ছা, সাবান যেন কার আনার কথা?'

'আমার।' উপল হাত তুলে বলে।

'নিয়ে এসেছিস?'

'হ্যাঁ।' পাশ থেকে একটা কাগজের ব্যাগ সামনে এনে উপল বলে।

দ্রুত সেখান থেকে পাঁচটা সাবান বের করে টুইটি বলে, 'সাবানগুলোতে আগে নাম্বার বসাও কেউ একজন।'

শান্তনু পকেট থেকে একটা লম্বা পেরেক বের করে একটা সাবানে ১ লিখে বলল, '১ নাম্বরটা কাকে দেব?'

'১ নাম্বারটা অর্ককে দাও।'

শান্তনু অর্ককে ১ নাম্বার সাবানটা দিয়ে বাকী সাবানগুলোতে ২, ৩, ৪, ৫ বসিয়ে ২ নাম্বারটা উপলকে, ৩ নাম্বারটা ডিউকে, ৪ নাম্বারটা টুইটিকে আর ৫ নাম্বারটা নিজের কাছে রেখে দিল।

'সবাই যার যার সাবানের নাম্বার মনে রেখো, কোনো ভাবেই ভুলে যাওয়া যাবে না নাম্বারটা। তাহলে কিন্তু মুশকিল হয়ে যাবে।' টুইটি কথাটা বলে ডিউয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এবার যার যার সাবানে তার তার চাবিটা ঠেসে বসিয়ে চাবির ছাঁচ তৈরি করে ফেল। তোর সাবানের দু পাশে তোর দুই চাবির ছাঁচ তৈরি করিস। ছাঁচগুলো এমন ভাবে করতে হবে, যাতে ওই ছাঁচ দেখে চাবিওয়ালা খুব ভালো করে চাবি বানাতে পারে। সেজন্য ছাঁচটা খুব স্পষ্ট হওয়া চাই।'

সবাই যার যার সাবানে চাবি ঠেসে বসিয়ে ছাঁচ বানিয়ে ফেলল। সাবানগুলো বেশ নরম ধরনের, সবার তাই ছাঁচ তৈরি করতে কোনো অসুবিধা

হলো না, কেবল অর্কের একটু অসুবিধা হচ্ছিল। তাই দেখে ডিউ নিজে অর্কের চাবি আর সাবানটা হাতে নিয়ে ছাঁচ বসিয়ে ওর হাতে ফেরত দিল আবার।

'কাল স্কুল থেকে ফেরার সময় সবাই না, কেবল শান্তনু আর ডিউ চাবিগুলো বানিয়ে আনবে বাজারে গিয়ে।'

'সবাই না কেন?' অর্ক জিজ্ঞেস করল।

'সবাই একসঙ্গে গেলে অনেকেই সন্দেহ করে বলবে, ছেলেগুলো চাবি বানাতে এসেছে কেন? শান্তনু আর ডিউ গেলেও জিজ্ঞেস করতে পারে। তখন ওরা বলবে, এগুলো ওদের গ্যারেজ, বাইরের গেট, টেবিল, আর ডেস্কের চাাবি। চাবিওয়ালা অবশ্য তেমন কোনো প্রশ্ন করবে না, কারণ চাবি বানালেই তো সে টাকা পাবে, সুতরাং তার কোনো কিছু জিজ্ঞেস করার প্রশ্নই আসে না।' টুইটি আবার সবার দিকে তাকিয়ে বলে, 'ওকে? কাল স্কুল থেকে ফেরার পর শান্তনু আর ডিউ চাবিগুলো বানিয়ে আনছে। দেখিস, তোরা যেন আবার চাবি বানাতে গিয়ে দেরি করিস না। তাহলে বাসায় কিন্তু চিন্তা করবে। যদিও আমরা তিনজন এক জায়গায় বসে অপেক্ষা করব, ওরা এলেই একসঙ্গে বাসায় ফিরব আমরা। তখন আর কেউ সন্দেহ করতে পারবে না।'

www.boighar.com

অর্ক পকেট থেকে দুটো দশ টাকার নোট বের করে টুইটির দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'আমি স্কুলের টিফিনের খরচ থেকে এ বিশ টাকা বাঁচিয়েছি। চাবি বানাতে লাগবে না।'

টুইটি অর্কের মাথার চুলগুলো হাত দিয়ে এলোমেলো করে দিয়ে বলল, 'গুড বয়।' তারপর সবার টাকা একসঙ্গে করে শান্তনু আর ডিউয়ের হাতে দিয়ে বলল, 'আশারাখি এ টাকায় হয়ে যাবে।'

'আমাদের আজকে আর দেরি করা ঠিক হবে না।' শান্তনু বলল।

'ওকে। এখন থেকে শুরু হলো আমাদের অপারেশন ইম্পসিবলের প্রথম কাজ!' টুইটি একটা হাত বাড়িয়ে দিল, সবাই সে হাতের ওপর হাত রেখে একসঙ্গে বলল, 'অপারেশন ইম্পসিবল, জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ।'

ছাদের গেটটা বেশ শব্দ করে নড়ে উঠল হঠাৎ। সঙ্গে সঙ্গে সবাই দৌড়ে পানির ট্যাংকের আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর ভয় ভয় চোখে তাকিয়ে রইল ওরা ছাদের গেটের দিকে। কেউ নেই, কিন্তু গেটটা অল্প অল্প নড়ছে। যদিও বাতাসে এভাবে নড়ার কথা না, তাহলে? ওরা আগের চেয়ে ভয় ভয় চোখে ছাদের গেটের দিকে তাকাল। বেশ কিছুক্ষণ পর ওরা দেখে, একটা বিড়াল গেটের সঙ্গে গা ঘষতে ঘষতে ছাদে আসছে। বোকার মতো হেসে উঠল সবাই সঙ্গে সঙ্গে।

বাসার দরজায় আস্তে করে ধাক্কা দিয়ে উপল বুঝতে পারল ওর কপালে আজ দুঃখ আছে, ভয়াবহ ধরনের একটা দুঃখ। কারণ ওদের ঘরের দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ। অথচ ওর স্পষ্ট মনে আছে, ছাদে আসার আগে ও নিজেই দরজা খুলেছে, তারপর বাইরে বের হয়েছে রুম থেকে। যেহেতু এ কাজটা ও চুপিচুপি করেছে সুতরাং ভেতর থেকে কাউকে ও দরজা লাগাতে বলেনি, কেউ জানেও না এ ব্যাপারটা, কেউ তাই দরজাটা লাগায়ওনি।

ডিউ ফিস ফিস করে বলল, 'ব্যাপার কি বলত?'

উপল কিছুটা আতঙ্কিত হয়ে বলল, 'বুঝতে পারছি না তো।'

শান্তনু সবার দিকে তাকিয়ে ছাদে যাওয়ার জন্য ইশারা করল। সবাই আবার ছাদে আসার পর উপলের দিকে তাকিয়ে শান্তনু বলল, 'তোদের ঘরের ছিটকিনিটা কেমন?'

'কেমন আবার, অনেকের ঘরে যেমন থাকে সেরকমই তো।'

'মানে আমি বলতে চাচ্ছি দরজাটা বন্ধ করার পর সেটা আপনা-আপনি লেগে যায় না তো কখনো?'

'না, এমন তো কখনো হয়নি।'

টুইটি এতক্ষণ কী যেন ভাবছিল। ও ওদের কাছে এসে বলে, 'আঙ্কেল মানে তোর বাবা কী মাঝে মাঝে রাতে ঘুম থেকে উঠে ঘরের এটা ওটা চেক করেন?'

বোকার মতো কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে উপল বলে, 'চেক করা মানে কি বুঝলাম না।'

'চেক করা মানে ঘরের জানালাটা ঠিক মতো লাগানো হয়েছে কিনা, দরজাটা লাগানো হয়েছে কিনা, কলের ট্যাপ থেকে পানি পড়ছে কিনা,

কিচেনের লাইট কেউ বন্ধ করতে ভুলে গেছে কিনা, ইত্যাদি আর কি!' টুইটি ওদের দিকে আরো একটু এগিয়ে এসে বলে, 'আমার এক নানু আছেন, রাতে তিনি ঠিক মতো ঘুমান না। একটু পর পর ঘুম থেকে উঠে দরজা দেখেন, জানালা দেখেন, গ্যাসের চুলা দেখে, বাথরুমের শাওয়ার দেখেন। নানুর নাকি একটু চোখ বুঝলেই মনে হয়, ঘরের কোথাও একটা অনিষ্ট হচ্ছে। অনিষ্ট বুঝিস তো তোরা?'

'কি?' উপল জিজ্ঞেস করে।

'অনিষ্ট মানে ক্ষতি।'

'তারপর?' অর্ক টুইটির একটা হাত টেনে ধরে বলে, 'তারপর কী করে তোমার নানু?'

'কি আর করবে, সারা রাত ওই এক কাজেই করে।'

'ওনার ঘুমের ক্ষতি হয় না।'

'আমার তো মনে হয়—না। নানু তো সকালে বিছানা ছেড়েই এ কাজ ও কাজ করে সারা দিন কাটিয়ে দেন। আমরা তাও সুযোগ পেলে দুপুরের পর ঘুমাই, নানুকে কখনো দিনেও ঘুমাতে দেখিনি।' টুইটি একটু থেমে বলে, 'আমার মনে হয় আঙ্কেলও এরকম করেন।'

'কই, আমি তো কোনো দিন দেখিনি।'

'তুই দেখবি কীভাবে! তুই তো বিছনায় শোওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নাক ডেকে ঘুমাস। আঙ্কেল রাতে উঠে জোরে জোরে ড্রাম বাজালেও তো তোর ঘুম ভাঙবে না।'

'এখন তাহলে কী করব?'

'আমাদের এখন প্রথম কাজ হবে যেখান থেকে চাবি নিয়ে এসেছি সেখানে চাবিগুলো রেখে আসা, যাতে আমাদের আব্বু-আম্মুরা টের না পান আমরা কিছুক্ষণের জন্য চাবি চুরি করেছিলাম।'

উপল কান্না কান্না গলায় বলে, 'কিন্তু আমি তো চাবি রাখতে পারব না, আমি তো ধরা পড়ে যাব।'

টুইটি একটু রাগী গলায় বলে, 'না, তুই ধরা পড়বি না। তুই যেন ধরা না পড়িস আমরা সেই ব্যবস্থা করছি।' www.boighar.com

শান্তনু কিছুটা উদ্বিগ্ন হয়ে বলে, 'সকাল হয়ে আসছে। আমাদের আব্বু-আম্মুরা তো একটু দেরিতে ঘুম থেকে ওঠে। কিন্তু চার তলার আসিফ

boighar.com

আঙ্কেল শুনেছি সকালে ঘুম থেকে উঠে ছাদে এসে ব্যায়াম করেন। তিনি তো একটু পর ছাদে এসে আমাদের দেখে ফেলবেন।'

'তার আগেই আমাদের এখান থেকে চলে যেতে হবে।'

ডিউ টুইটির দিকে এগিয়ে এসে বলে, 'কোথায় যাব?'

টুইটি নিচের ঠোঁটটা কামড়িয়ে কী যেন ভেবে বলে, 'কোথায় যাব সেটা পরে বলছি। তার আগে উপল ছাড়া দ্রুত আমাদের চাবিগুলো ঘরে রেখে আসা দরকার এবং আমাদের আব্বু-আম্মুদের ঘুম ভাঙার আগেই উপলের সমস্যার সমাধান করে যার যার বিছানায় যাওয়া দরকার। যাতে কোনো ভাবেই কেউ যেন কোনো কিছু টের না পায়।'

চাবি রেখে সবাই বিল্ডিংয়ের সামনের রাস্তায় আসার পর টুইটি বেশ উৎফুল্ল হয়ে বলল, 'চল, আমরা তাল পুকুরের ঘাটে গিয়ে বসি।'

'ওখানে বসব!' শান্তনু নাক কুঁচকে বলে।

'ওখানে বসতে অসুবিধা কি?' টুইটি অবাক হয়ে বলে।

'না, অসুবিধা নেই।'

'তাহলে?'

'তাল পুকুরের দিকে কেউ যায় না তো।'

'কেউ যায় না আমরা যাব।' টুইটি অন্যদের দিকে তাকিয়ে বলে, 'তোরা কী বলিস?'

ডিউ আর উপল বলল, 'আমাদের কোনো অসুবিধা নেই।'

'আমার আছে।' অর্ক হাত তুলে বলল।

টুইটি অর্কের মাথায় ছোট্ট করে একটা চাটি মেরে বলল, 'তোর আবার কী অসুবিধা?'

'আমি তো সাঁতার জানি না।'

'সাঁতার না জানার সঙ্গে পুকুরপাড়ে যাওয়ার কী সম্পর্ক?'

'যদি পুকুরের পানিতে হঠাৎ পড়ে যাই আমি?' অর্ক বেশ চিন্তাযুক্ত চেহারায় টুইটির দিকে তাকায়।

টুইটি রাগতে গিয়েও হেসে ফেলে বলল, 'আর কেউ পুকুরের পানিতে পড়বে না, তুই পড়বি, না?' টুই অর্কের মাথায় আবার ছোট্ট করে একটা

চাটি মেরে বলে, 'তুই যদি পড়েও যাস তাহলে আমরা কেউ তোকে টেনে তুলব না। এবার বল, এরপরও তুই আমাদের সঙ্গে যাবি?'

অর্ক একটু ভেবে বলে, 'যাব।'

'চল।'

তাল পুকুরটা বিশাল বড় পুকুর। অনেকে বলে ওই পুকুরে নাকি একটা বড় ধরনের দৈত্য আছে। মাঝে মাঝে অনেককে ধরে নিয়ে পানির নিচে চলে যায়। টুইটি, ডিউ, উপল, শান্তনু যদিও এসব বিশ্বাস করে না, তবে অর্ক একটু একটু করে।

পুকুরের পশ্চিম পাশে একটা ঘাট বাঁধানো আছে। অনেক দিন আগে নাকি খুব সুন্দর করে বাঁধানো হয়েছিল ঘাটটা। সেইসব সুন্দরের আর কিছুই নেই, সিমেন্ট উঠে গিয়ে সেখানে এখন শুধু ইট বের হয়ে আছে। অন্ধকারের মাঝেই ওরা সেই ঘাটে এসে বসল।

উপল বসতে না বসতেই কিছুটা উদগ্রীব হয়ে বলল, 'তাড়াতাড়ি বুদ্ধি বের কর।'

টুইটি একটু রেগে গিয়ে বলল, 'অত উত্তেজিত হবি না তো। বুদ্ধি বের করতে হলে আস্তে আস্তে বের করতে হয়।'

ডিউ হাত তুলে বলে, 'আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে।'

'কী বুদ্ধি?' উপল আগের মতোই উদগ্রীব হয়ে জিজ্ঞেস করল।

'তিনদিন তোকে কোথাও লুকিয়ে রাখব আমরা।'

'কোথায় লুকিয়ে রাখবি?'

ডিউ কিছু বলার আগেই টুইটি বলল, 'কোথায় লুকিয়ে রাখব সেটা পরের ব্যাপার, তার আগে তুই বল ওকে কেন লুকিয়ে রাখব আমরা?' টুইটি কথাটা বলে ডিউয়ের দিকে তাকায়।

'ওকে লুকিয়ে রাখলে ওর আব্বু-আম্মু ওকে তখন খুঁজতে থাকবে, আজকে যে আমরা চুপি চুপি বাইরে বের হয়েছি তার কথা মনেই থাকবে না আর।' ডিউ কথাটা বলে সবার দিকে তাকায়।

'না, এটা কোনো ভালো বুদ্ধি হলো না।' টুইটি শান্তনুর দিকে তাকিয়ে বলে, 'তোর মাথায় কোনো বুদ্ধি এসেছে?'

'হ্যাঁ।'

'বল।'

boighar.com

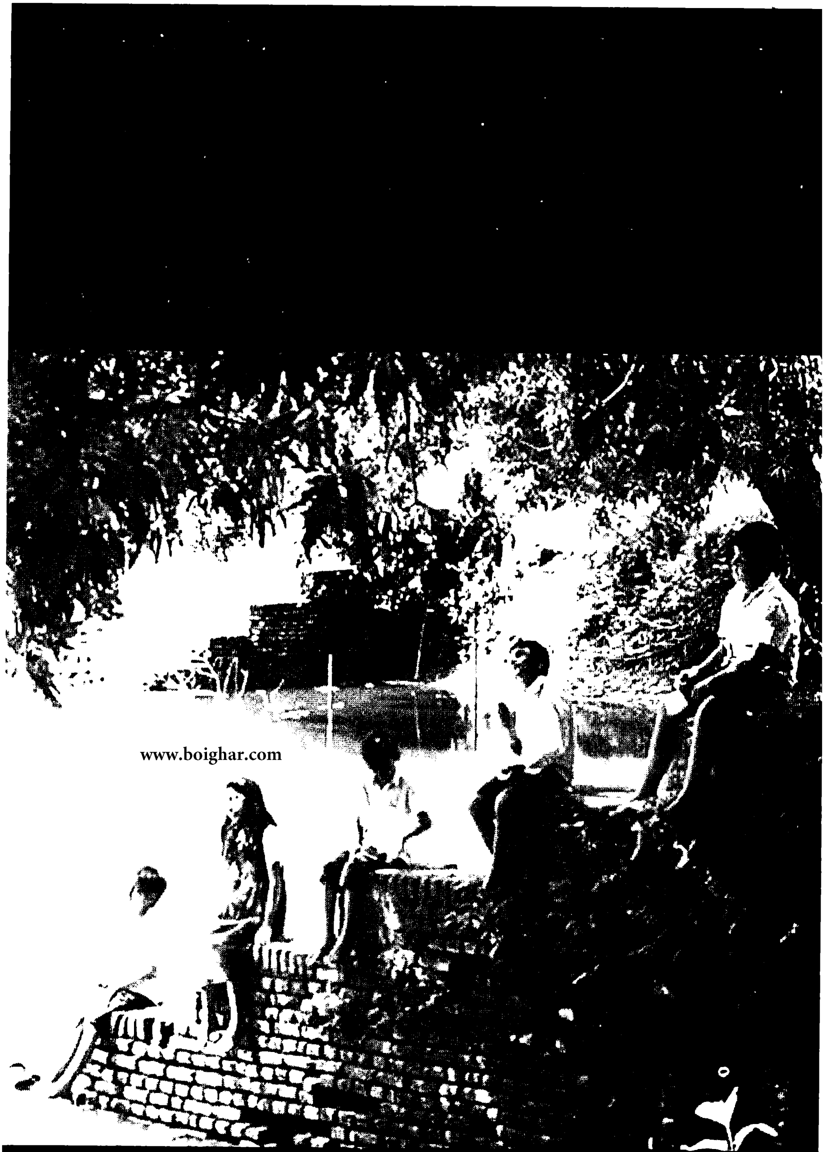

www.boighar.com

মিটিং শেষ করে পুকুরপাড়ে বসে
গল্প করছে সবাই

'উপল আজ আমার অথবা ডিউয়ের সঙ্গে বাসায় ঘুমাল। সকাল হলেই চলে যাবে আবার।'

'এটা তো কোনো সমাধান হলো না। ওদের বাসার দরজা বন্ধ, ও কীভাবে বের হলো ঘর থেকে, আজ হঠাৎ করে কেন ও বাইরে ঘুমাল ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে জান বের হয়ে যাবে। তাছাড়া একটা মিথ্যা কথা ঢাকতে আরো দশটা মিথ্যা কথা বলতে হয়। এত মিথ্যা কথা বলার বুদ্ধি আমাদের নেই।' টুইটি কথাটা শেষ করে অর্কের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুই বল।'

'আমি আর কি বলব, আমি তো ছোট, আমার বুদ্ধিও তো কম।'

'তোর বুদ্ধি কম?' টুইটি মুচকি হাসতে হাসতে বলে।

মাথা উঁচু নিচু করে অর্ক, কিছু বলে না।

'আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে।' টুইটি সবার দিকে তাকিয়ে বলে, 'আমরা এখন একটা কাজ করব।'

সবাই একসঙ্গে বলল, 'কী?'

'একটু পর ডিউ, শান্তনু, আর অর্ক যার যার বাসায় চলে যাবে চুপচাপ।' টুইটি বলে।

'আর তুমি আর উপল ভাইয়া?' অর্ক খুব উৎসাহী হয়ে টুইটিকে জিজ্ঞেস করে।

'উপল থাকবে চারতলার সিঁড়ির কাছে, আর আমি পাঁচতলায় উপলদের বাসায় কলিংবেল চাপব।' টুইটি সবার দিকে মুচকি হাসতে হাসতে বলল, 'তোরা কি এখন বুঝতে পারছিস আমি কী করতে চাচ্ছি?'

ডিউ, শান্তনু আর উপলও মুচকি হাসতে হাসতে একসঙ্গে বলল, 'হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি।'

'কিন্তু আমি তো বুঝতে পারলাম না।' অর্ক মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলে।

'তোর সবকিছু বুঝতে হবে না।' টুইটি সবাইকে বলে, 'মিটিং আপাতত শেষ। এখনো অনেক অন্ধকার, আমরা এখানে বসে আরো একটু গল্প করব, তারপর বাসার দিকে যাব।'

উপলদের বাসার কলিংবেল টিপতেই উপলের আব্বু দ্রুত দরজা খুলে টুইটিকে দেখে বললেন, 'মা, তুমি! এত সকালে!'

boighar.com

'আঙ্কেল, আমি তো সসবময় খুব সকালে ঘুম থেকে উঠি, আজও উঠেছি। আজ হঠাৎ মনে হলো ছাদ থেকে একটু ঘুরে আসি। কিন্তু ছাদে গিয়েই দেখি—।'

আঙ্কেল দরজা থেকে সরে সামনে এসে বলেন, 'কী দেখলে?'

'দেখি, কে যেন দাঁড়িয়ে আছে ছাদে।'

'কে দাঁড়িয়ে আছে ছাদে?'

'আমি চিনতে পারিনি। ছাদে উঠে বাম দিকে তাকাতেই পানির ট্যাংকির আড়ালে কাকে যেন লুকাতে দেখলাম। ভয়ে আর ওদিকে যাইনি। সোজা আপনার কাছে চলেএসেছি।'

'চলো তো।' www.boighar.com

'আঙ্কেল খালি হাতে যাওয়া বোধহয় ঠিক হবে না। একটা কিছু হাতে করে নিয়ে যাওয়া উচিত। কে না কে লুকিয়ে আছে।'

'ঠিকই বলেছ। তুমি একটু দাঁড়াও, ঘরে বোধহয় একটা লাঠি আছে, যাই ওটা নিয়ে আসি।'

উপলের আব্বু ঘরের ভেতর থেকে লাঠিটা আনতে যেতে নিতেই টুইটি সিঁড়ির ফাঁকা দিয়ে চারতলায় দাঁড়ানো উপলের দিকে তাকাল। তারপর হাত দিয়ে ইশারা করে সবকিছু বুঝিয়ে দিল উপলকে।

আঙ্কেল লাঠি হাতে নিয়ে বাইরে বের হয়ে আসতেই টুইটি বলল, 'দরজা লাগাবেন না, আঙ্কেল?'

'না থাক, চাপিয়ে দিয়ে রাখলেই হবে। আসো আসো, দেখি দেখি কোন বদমাসটা ছাদে লুকিয়ে আছে।'

ছাদে পা রাখার আগেই আঙ্কেল ছোট-খাটো একটা চিৎকার দিয়ে বললেন, 'কে, কে দাঁড়িয়ে আছে ছাদে? বের হয়ে আয় বলছি, না হলে পিটিয়ে পিঠের চামড়া তুলে ফেলব কিন্তু।'

কেউ কিছু বলে না।

আঙ্কেল ছাদে পা রাখেন আবার পিছিয়ে আসেন। বার বার আঙ্কেল এমন করছেন। তাই দেখে ফিক করে হেসে ফেলে টুইটি। কারণ ছাদে যেতে ভয় পাচ্ছেন আঙ্কেল। কেবল ছাদের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে তিনি এটা ওটা বলে যাচ্ছেন।

'লাঠিটা আমার হাতে দিন আঙ্কেল, আমি দেখি, কোন শয়তানটা পানির ট্যাংকের আড়ালে লুকিয়ে আছে।' টুইটি আঙ্কেলের হাত থেকে লাঠিটা নিয়ে একা একাই ছাদে যায়। আঙ্কেল তখনো দাঁড়িয়ে আছেন ছাদের গেটের সামনে। টুইটি সমস্ত ছাদটা একবার চক্কর দিয়ে এসে বলল, 'না আঙ্কেল, কাউকে তো দেখছি না। বোধহয় আমি ভুল দেখেছি।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি বোধহয় ভুলই দেখেছ। কারণ সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর মানুষের চোখে অনেক সমস্যা থাকে, তখন সে আবোল-তাবোল অনেক কিছু দেখে। তাছাড়া এত সকালে ছাদেইবা আসবে কে? চলো চলো, বাসায় যাই, সকাল হতে এখনো বেশ দেরি।'

'আমরা কি আরো একটু দেখব আঙ্কেল?'

'না না, তার কোনো দরকার নেই, চলো।'

'চলুন না, তবুও দেখে আসি। আমি হয়তো ভালো ভাবে দেখতে পারিনি, আপনি একটু ভালো করে দেখুন না।'

টুইটির প্রবল অনুরোধে আঙ্কেল ছাদে আসতেই একটা বিড়াল লাফ দিয়ে সিঁড়ির দিকে চলে গেল। তাই দেখে আঙ্কেল চিৎকার দিয়ে উঠতে নিয়েই থেমে গেলেন। কারণ টুইটি তার দিকে তাকিয়ে খিল খিল করে হাসছে।

আঙ্কেলকে নিয়ে আরো কিছুক্ষণ ছাদে রইল টুইটি। ও ভাবতে লাগল—দরজা তো এখন খোলাই আছে, এরই মধ্যে উপল নিশ্চয় বাসায় ঢুকে আরাম করে বিছানায় শুয়ে আছে।

আস্তে আস্তে ছাদ থেকে নেমে এলো টুইটি, সঙ্গে আঙ্কেলও। তারপর আঙ্কেল তার বাসায় চলে যেতেই চারতলায় দ্রুত নেমে আসে সে। না, উপল আর এখানে দাঁড়িয়ে নেই। তৃপ্তির একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে টুইটিও তার বিছানায় চলে এলো চুপিচুপি।

boighar.com

স্কুল ছুটির পরপরই ডিউ, টুইটি, শান্তনু, উপল আর অর্ক মিলে রাস্তার মোড়ের চা-র দোকানটিতে গিয়ে বসল। ওরা মাঝেই মাঝেই এখানে এসে মচমচে ডাল পুরি, মোগলাই পরোটা, পেঁয়াজু, সিঙ্গারা খায় মজা করে। এ হোটেলের সবাই ওদের পরিচিত। তবে ওরা এলে একটা পিচ্চি সবসময় খাবার সার্ভ করে ওদের। পিচ্চিটা ওদের বয়সী, নাম মিজান।

শান্তনু চেয়ারে বসেই ডাক দিল, 'মিজান?'

মিজান সবাইকে স্যার ডাকে। উচ্চারণটা যদিও ঠিক স্যার হয় না, কখনো ষাড় হয়, কখনো হয় ছার। হোটেল মালিকের নির্দেশ দোকানে যেই ঢুকবে তাকেই স্যার বলতে হবে। তা সে রিকশাওয়ালা হোক, ব্যারিস্টার হোক, কোনো অফিসার হোক, পিচ্চি অথবা কোনো আপা হোক, সবাইকে তাই সে স্যার ডাকে। ডিউদের এ হোটেলে আসার এটাও একটা কারণ। মিজান যখন ওদের স্যার ডাকে তখন তাদের কী যে ভালো লাগে!

হোটেলের পেছনে একটা খালি জায়গায় কাপ-পিরিচ আর কী কী যেন ধুচ্ছিল মিজান। ভেজা হাত নিয়ে দৌড়ে এসে ওদের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, 'জি, ছার?'

'ভালো আছো, মিজান?' টুইটি মিজানের দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বলে।

'জি, ভালো আছি ছার।' টুইটি যদিও বলেছে তাকে নাম ধরে ডাকতে কিংবা আপু বলে ডাকতে, কিন্তু মিজান তাকেও স্যার ডাকে।

'তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি খুব ব্যস্ত।'

'জি, ব্যছতো।'

'ভালো, ব্যস্ত থাকা ভালো। মিজান—।' টুইটি হোটেলের পেছনের কোনার টেবিলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওই টেবিলটা বোধহয় এখনই খালি

হবে, আমরা ওখানে গিয়ে বসব। তুমি ওখানে আর কাউকে বসতে দিও না।'

'জি।'

'আর শোনো, আমরা কিন্তু আজ অনেকক্ষণ এখানে থাকব, কোনো অসুবিধা নেই তো?'

'কোনো অছুবিদা নাই।'

'গুড—।' টুইটি আবার পেছনের দিকে তাকিয়ে বলে, 'বাহ্, ওই তো টেবিলটা খালি হয়েছে। এই চল চল।' টুইটি উঠে গিয়ে ওখানে বসতেই ওরাও গিয়ে ওখানে বসল।

'আমার খুব খিদা লেগেছে, আমি দুটো সিঙ্গারা খাব।' অর্ক টুইটির দিকে তাকিয়ে বলল।'

'ওকে, কোনো সমস্যা নেই।' টুইটি আর সবার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোরা কী কী খাবি বল?'

'উপল কিছু খায় খাক, আমরা কিছু খেতে চাচ্ছি না।' ডিউ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'এখানে দেরি করলে, চাবি বানিয়ে আনতে আরো দেরি হয়ে যাবে। আমাদের বোধহয় এখনই যাওয়া উচিত।'

শান্তনুও সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'ডিউ ঠিকই বলেছে, আমাদের এখনই যাওয়া উচিত।' www.boighar.com

'ঠিক আছে, তোরা বোস। আমি দু-একটা কথা বলব তোদের। এই সময়টাতে একটা সিঙ্গারা তো তোরা খা, তোদের ছাড়া আমাদের খেতে ভালো লাগবে,বল?' টুইটি মিজানের দিকে তাকিয়ে বলে, 'তুমি আপাতত ছয়টা সিঙ্গারা দাও আমাদের।'

মিজান সিঙ্গারা আনতে যেতেই টুইটি সবাইকে ইশারা করে আরো একটু কাছ ঘেঁষে বসতে বলল। আরো একটু কাছ ঘেঁষে বসল সবাই। টুইটি সবার দিকে মাথাটা এগিয়ে দিয়ে বলল, 'চাবির ছাপ দেওয়া সাবানগুলো কার কাছে আছে?'

'আমার কাছে।' শান্তনু বলল।

'ওগুলো না ডিউয়ের কাছে ছিল!'

'ডিউ পরে আমার কাছে রাখতে দিয়েছে।'

'ওগুলো সাবধানে রাখিস।' টুইটি আশপাশে একবার চোখ বুলিয়ে

boighar.com

কিছুটা সাবধান হয়ে বলল, 'কোনো ভাবেই যেন কেউ বুঝতে না পারে আমরা কেন এ চাবিগুলো বানাচ্ছি।'

ডিউ টুইটির দিকে ঝুঁকে এসে বলল, 'বুঝতে পারবে না।'

'চাবি বানাতে গেলে অনেকেই অনেক কথা জিজ্ঞেস করতে পারে, সব কথা উত্তর দেওয়ার দরকার নাই। যেটা খুব বেশি প্রয়োজন কেবল সেটার উত্তর দিলেই হবে। মনে থাকবে তোদের?'

ডিউ আর শান্তনু একসঙ্গে বলল, 'থাকবে।'

টুইটি ওর ব্যাগ থেকে ছয়টা মোটা সুতা বের করে একটা একটা করে ওদের দেখিয়ে বলে, 'এটার সঙ্গে ১ লেখা একটা কাগজ লাগানো আছে। ১নং সাবানের চাবিটা বানিয়ে সেই চাবির সঙ্গে এ ১ লেখা সুতোটা বেঁধে দিবি। এভাবে সবগুলো চাবিতে নাম্বার অনুযায়ী সুতো গুলো বেঁধে দিবি চাবি বানানোর সঙ্গে সঙ্গেই। না হলে কিন্তু পরে অসুবিধা হবে, দেখা যাবে এর আলমারির চাবি ওর হাতে চলে গেছে, ওর আলমারির চাবি এর হাতে চলে এসেছে। আমাদের অপারেশন ইম্পশিবল কিন্তু তখন আর সফল হবে না।'

'ওকে।' শান্তনু মাথা ঝাঁকিয়ে বলে।

'আচ্ছা, এটা মনে আছে তো কে কত নম্বর চাবি পাবে?'

ডিউ বলে, 'আমার মনে আছে।'

'বল তো?'

ব্যাগ থেকে ডিউ ওর একটা খাতা বের করে বলে, 'আমি লিখে রেখেছি।' টুইটিকে খাতাটা দেখাল ডিউ।

টুইটি খাতা দেখে বলল, 'ঠিক আছে, তোরা এখন যেতে পারিস।'

মিজান সিঙ্গারা এনে টেবিলে রাখতেই শান্তনু আর ডিউ একটা একটা করে হাতে নিয়ে বের হয়ে এলো হোটেল থেকে।

ওরা চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পর টুইটি অর্কের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোর মন খারাপ নাকি রে অর্ক?'

মাথা উঁচু নিচু করতে করতে অর্ক বলল, 'হুঁ।'

'কেন?'

'বলব না।' অর্ক অভিমানী গলায় বলে।

সঙ্গে সঙ্গে টুইটি অর্কের মাথার চুলগুলো এলোমেলো করে দিয়ে বলে,

‘প্লিজ বল, না হলে আমি কিন্তু রাগ করব।’

‘তুমি আমাকে ডিউ ভাইয়া আর শান্তনু ভাইয়ার সঙ্গে যেতে দিলে না কেন?’

‘অ, এই কথা!’ টুইটি অর্কের একটা হাত ধরে বলে, ‘তুই জানিস না কেন তোকে যেতে দেইনি? বেশি মানুষ গেলে আমাদের অসুবিধা হবে। মন খারাপ করিস না। তোকে আরো দুটো সিঙ্গারা খাওয়াব আমি। কী, এবার খুশি তো?’

খুশিতে মাথা কাত করে ফেলে অর্ক।

বড় বাজারে এসে চাবিওয়ালা খুঁজে বের করতেই আধা ঘণ্টা চলে গেল ডিউ আর শান্তনুর। প্রথমে একটা চাবিওয়ালার কাছে সাবানগুলো দেখিয়ে চাবি বানাতে বলতেই সে এত দাম চাইল, ওদের তখন জিহ্বা বের হওয়ার যোগাড়। ওরা তখন আরেক চাবিওয়ালার কাছে গেল। ওই চাবিওয়ালা ভীষণ ব্যস্ত, দেরি হবে তার। তিন নম্বর চাবিওয়ালার কাছে যেতেই তিন নম্বর চাবিওয়ালাটি সাবানগুলো দেখে বলল, ‘ব্যাপার কি বলো তো?’

ডিউ আর শান্তনু মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। শান্তনু হঠাৎ একটু উত্তেজিত হয়ে বলল, ‘আপনি আমাদের তুমি করে বলছেন কেন?’

‘তোমরা ছোট মানুষ না?’

‘আমরা মোটেও ছোট মানুষ না, আমরা ক্লাস সিক্সে পড়ি।’

‘কত ক্লাসে ক্লাস সিক্স হয়?’ চাবিওয়ালা হাসতে হাসতে বলে।

শান্তনু আরো একটু উত্তেজিত হয়ে কিছু একটা বলতে নেয়, তার আগেই ডিউ ওকে থামিয়ে দিয়ে বলে, ‘আপনার ওসব জানতে হবে না, আপনি চাবি বানিয়ে দিতে পারবেন কি না বলেন?’

‘পারব না কেন, আমার কাজই তো এইটা। তার আগে বলেন আসল চাবি না এনে সাবানের ওপর ছাপ দিয়ে এনেছেন কেন?’

‘আপনার কোনো অসুবিধা আছে তাতে?’

‘অসুবিধা তো আছেই। আসল চাবি আনলে চাবিটা বানাতে সহজ হতো, সাবানের ছাপ থেকে একটু কঠিন হইয়া যায়। তার জন্য টাকা এট্টু বেশি লাগব কিন্তু।’

boighar.com

'টাকা বেশি লাগলে দেব। তবে তাড়াতাড়ি করতে হবে।'

'তাড়াতাড়ি মানে কত তাড়াতাড়ি?'

'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।'

'ঠিক আছে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দেব। তার আগে আমার কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।'

'কী প্রশ্ন?'

'সাধারণত এভাবে সাবানে চাবির ছাপ নিয়ে চাবি বানাতে আসে চোররা। তোমরা কি চোর?' চাবিওয়ালা কথাটা বলে মুচকি মুচকি হাসতে থাকে আর কাজ করতে থাকে।

শান্তনু এবার একটু রেগে গিয়ে বলে, 'আমরা চোর হতে যাব কেন? আমাদের দেখে কি চোর মনে হচ্ছে?'

'তা মনে হচ্ছে না। তবে অনেক চোর আরো দামী জামা-কাপড়-জুতা পরে ঘুরে বেড়ায়। আমাদের আশপাশ দিয়েই ঘুরে বেড়ায়।' চাবিওয়ালা একটু থেমে বলে, 'আরো একটা কথা আছে।'

'বলুন।'

'আমি অনেকদিন ধরে এই কাজ করি। আমার কাছে মাঝেই মাঝেই বড়লোকের কিছু ছেলে আসে। তারা এভাবে সাবানের ওপর চাবির ছাপ নিয়ে আসে। তারা কোনসব চাবির ছাপ নিয়ে আসে, জানেন?'

ডিউ শান্তস্বরে বলে, 'কোনসব চাবির?'

'তাদের বাবা-মার আলমারির চাবির। সেই সব আলমারিতে টাকা থাকে, সোনা-দানা থাকে। তারা সেসব চুরি করে নেশা করে।' চাবিওয়ালা সাবানের ছাপগুলো আবার একটু ভালো করে দেখে বলে, 'এগুলোও তো আলমারির চাবির ছাপ মনে হচ্ছে। এগুলো আলমারির চাবির ছাপ না?' চাবিওয়ালা শান্তনু আর ডিউয়ের দিকে ভালো করে তাকায়।

'হ্যাঁ, এগুলো আলমারির চাবির ছাপ।' ডিউ আগের মতোই শান্ত স্বরে বলে।

'বড়লোকের ছেলেরা তো টাকা-পয়সা, সোনা-দানা চুরি করার জন্য নকল চাবি বানায়, আপনারা কেন বানাচ্ছেন?' www.boighar.com

'সেটা বলা যাবে না। তবে এটা জেনে রাখুন আমরা টাকা-পয়সা চুরি করতে এসব করছি না।

'আপনাদের দেখে তাই মনে হয়। টাকা-পয়সা চুরি করার বয়স এখনো আপনাদের হয় নাই। তবে আপনারা যেজন্য এই নকল চাবি বানাচ্ছেন তা সম্ভবত খুব গোপণীয়।'

'শুধু গোপণীয় না, আমাদের জন্য চ্যালেঞ্জও।' ডিউ চাবিওয়ালার পাশে একটা কাঠের টুলে বসে বলে, 'পারলে আপনাকে আমরা বলতাম। কিন্তু আমাদের একটু সমস্যা আছে।'

'ঠিক আছে, সমস্যা থাকলে বলার দরকার নাই। আমি এখনই চাবি বানিয়ে দিচ্ছি।' চাবিওয়ালা সাবান থেকে চাবির ছাপের মাপ নিতে নিতে বলে, 'কিন্তু আপনারা তো দুজন, কিন্তু সাবান দেখছি পাঁচটা। তাও একটা সাবানে আবার দুইটা ছাপ। ব্যাপার কী?'

'আমাদের দুজনের জন্য তো আছেই আমাদের আরো কিছু ফ্রেন্ডের জন্যও চাবি বানাতে হবে।'

'তারা কি আপনাদের বয়সী?'

'হ্যাঁ, আমরা একসঙ্গে পড়ি। একজন অবশ্য এক ক্লাস নিচে পড়ে।' ডিউ খুব সুন্দর করে বুঝিয়ে বলে।

চাবিওয়লা খুব আন্তরিকভাবে ডিউয়ের দিকে একটু ঝুঁকে বসে। তারপর হেসে হেসে বলে, 'আপনারা কেন এই নকল চাবি বানাচ্ছেন আমার খুব জানতে ইচ্ছে করছে।'

boighar.com

শান্তনু, অর্ক, টুইটি আর উপল একসঙ্গে ডিউদের ড্রইংরুমে ঢুকল। এ বিল্ডিংয়ের সবচেয়ে বড় ড্রইংরুম এটা। কারো কোনো সমস্যা হলে সকলে এ বাসার এ ড্রইংরুমে এসে বিভিন্ন কথাবার্তা বলেন, পরামর্শ করেন, সিদ্ধান্ত নেন সবকিছুর। কয়েক মাস আগেও সপ্তাহে অন্তত একদিন এখানে এসে বসতেন সবাই। বিশেষ করে ডিউ, অর্ক, টুইটি, শান্তনু আর উপলের আব্বু-আম্মু। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তারা তাদের ছেলে মেয়েদের বিভিন্ন দোষ-ক্রটি আর লেখাপড়া নিয়ে কথা বলতেন। ব্যস্ততার কারণে কয়েক সপ্তাহ বসা হয়নি তাদের। কিন্তু হঠাৎ করে আজ তারা বসেছেন এখানে।

ড্রইংরুমে ঢুকেই ভয় ভয় চোখে ওরা আব্বু-আম্মুর দিকে তাকাল। এতক্ষণ তারা কথা বলছিলেন, ওরা আসতেই বন্ধ করে দিলেন কথা। সবাই একসঙ্গে ফিরে তাকালেন ওদের দিকে। টুইটির মনে হলো—সবাই বোধহয় জেনে গেছে রাতের চাবি চুরি করার কথা। এখনই এ বিষয়ে বিস্তর জিজ্ঞাসাবাদ হবে, তারপর ভয়াবহ একটা শাস্তি।

গত বার ফাইনাল পরীক্ষার রেজাল্ট দেওয়ার পর দেখা গেল ডিউ সব বিষয়ে বেশ ভালো নাম্বার পেয়েছে, কেবল অঙ্কে পেয়েছে চৌত্রিশ। মানে ঘষে-মশে পাশ। এখন এ রেজাল্ট বাসায় দেখাবে কীভাবে ও? রেজাল্ট শিটটা প্রত্যেকের আব্বু কিংবা আম্মুকে দেখিয়ে একটা সই করিয়ে স্কুলে ফেরত দিতে হবে আবার।

ভীষণ মন খারাপ করে স্কুলের পেছনে মোটা আমটার কাছে বসে রইল তাই ডিউ, বাসায় ফিরবে না ও আজ। ওর জন্য আর সবার মনও খারাপ হয়ে গেল। কী করা যায়, কী করা যায়, হঠাৎ টুইটি একটা বুদ্ধি বের করে সবাইকে কিছুটা ফিস ফিস করে বলল, 'আচ্ছা, রেজাল্ট শিটটা আঙ্কেল কিংবা আন্টিকে না দেখালে কী হয়?'

'না দেখালে ও সই নেবে কার কাছ থেকে?' শান্তনু একটু চিন্তা করে টুইটির দিকে তাকিয়ে বলে।

'সই নেওয়ার দরকার কী?' টুইটি দুষ্ট দুষ্ট হাসি দিয়ে বলে।

'সই না নিলে তো নতুন ক্লাসে ভর্তি হওয়া যাবে না!' অর্ক বেশ আতঙ্কিত গলায় বলে।

'তাতো যাবেই না।' টুইটি আগের মতোই হাসতে থাকে।

'তাহলে?' উপল টুইটির দিকে আগ্রহ নিয়ে তাকায়।

'ডিউয়ের আব্বুর হাতের সিগনেচার তো এলোমেলো পেঁচানো। তাই না ডিউ?' ডিউয়ের পিঠে একটা হাত রেখে বলে টুইটি।

মাথা নিচু করে ছিল ডিউ। মাথাটা নিচু করেই বলে, 'হ্যাঁ।'

'আমাদের মধ্যে কে ডিউয়ের আব্বুর সিগনেচার নকল করতে পারবে?' সবার দিকে তাকায় টুইটি।

উপল দ্রুত হাত তুলে বলে, 'আমি পারব।'

'আমি জানি তুই পারবি।' টুইটি আবার ডিউয়ের দিকে তাকিয়ে বলে, 'এই তো হয়ে গেল। আঙ্কেলকে আর তোর রেজাল্ট শিটটা দেখাতেও হবে না, সিগনেচারও নিতে হবে না তার। উপলকে দিয়েই আমরা সবকিছু করে ফেলব, কোনো সমস্যা হবে না। এবার হাসতো দেখি, তোর গোমড়া মুখ দেখতে আর ভালো লাগছে না।'

স্কুলের পেছনে আম গাছের কাছেই বসে উপল ডিউয়ের রেজাল্ট শিটে সিগনেচার করে ফেলল, হুবহু ডিউয়ের আব্বুর মতো সিগনেচার। সঙ্গে সঙ্গে ডিউয়ের চেহারা হাসি হাসি হয়ে গেল।

বাসায় ফিরেই সবাই যার যার আব্বুর কাছে থেকে রেজাল্ট শিটে সই নিয়ে নিল। বার্ষিক পরীক্ষার রেজাল্ট। বিল্ডিংয়ের সবাই প্রত্যেকের রেজাল্ট শোনার জন্য আগ্রহী। সবার রেজাল্ট দিয়েছে, কথাটা ডিউয়ের আম্মুর কানেও গেল। তিনি ডিউয়ের রুমে গিয়ে বললেন, 'কিরে, সবার রেজাল্ট দিয়েছে, তোর রেজাল্টের খবর কি?'

'কে বলল রেজাল্ট দিয়েছে?' ডিউ বিছানায় শুয়ে ছিল, কথাটা বলে ও অন্য পাশে কাত হয়ে শুলো।

'শান্তনু, টুইটি, উপলের তো রেজাল্ট দিয়েছে। ওরা তো রেজাল্ট শিটও নিয়ে এসেছে নাকি শুনলাম। সবাই তো ভালো রেজাল্ট করেছে। টুইটি

boighar.com

ফিফথ হয়েছে এবার, কিন্তু ওর রোল ছিল তো বোধহয় এগার।' ডিউয়ের আম্মু ডিউয়ের পাশে বিছানায় বসে বলে, 'কিরে কথা বলছিস না কেন? তোর কি মন খারাপ, না শরীর খারাপ?'

ডিউ কোনো কথা বলে না। এমন সময় ডিউয়ের আব্বু অফিস থেকে ফিরে বাসায় ঢুকলেন। ওকে বিছানায় শুয়ে থাকতে দেখে তিনি বললেন, 'কী হয়েছে ডিউ?'

ডিউ এবারও কথা বলে না। আগের মতোই শুয়ে থাকে। কিন্তু ডিউয়ের আম্মু বলেন, 'ওদের নাকি আজ রেজাল্ট দিয়েছে।'

'ওর রেজাল্টের কী খবর?'

'কিছু তো বলে না ও।'

কিছু বলেন না ডিউয়ের আব্বু। পাশে টেবিলে রাখা ডিউয়ের ব্যাগটা হাতে নিয়ে খুলে ফেলতেই রেজাল্ট শিটটা বেরিয়ে আসে। ব্যাগটা আবার টেবিলে রেখে রেজাল্ট শিটটা হাতে নিয়ে তিনি বলেন, 'সবই তো ভালো করেছে ও, কেবল অঙ্কটাই খারাপ করেছে। তবে ফেল করেনি, টেনে-টুনে পাশ করেছে।' ডিউয়ের আব্বু ডিউয়ের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ কপাল কুঁচকে বলেন, 'কিরে এটা কি করেছিস তুই?'

ডিউয়ের আম্মু দ্রুত বিছানা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, 'কী করেছে ও।'

'আমার যেখানে সিগনেচার করার কথা আমি সেখানে সিগনেচার করিনি, কে যেন সিগনেচার করেছে সেখানে!'

'বলো কি!' ডিউয়ের আম্মু ডিউয়ের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'এটা কি করেছিস তুই! অঙ্কে নাম্বার কম পেয়েছিস বলে এটা করেছিস, না?' ডিউয়ের আম্মু রেজাল্ট শিটটা হাতে নিয়ে সিগনেচারটা ভালো করে দেখে বলেন, 'নাহ্, এটা ওর হাতের সিগনেচার না। ডিউ, বল তো এ সিগনেচারটা কে দিয়েছে?'

আগের মতোই চুপ করে থাকে ডিউ। কিন্তু একটু পরই জানাজানি হয়ে যায় কাজটা টুইটির বুদ্ধিতে উপল করেছে। ব্যাপারটা শান্তনু আর অর্কও জানে।

সন্ধ্যার সময় মিটিং বসে এই ড্রইংরুমেই। অনেক কথা বলার পর শাস্তিটা টুইটি আর ডিউকেই পেতে হয়। আর সেই শাস্তিটা হলো—টুইটি যেহেতু

অঙ্ক ভালো পারে, সুতরাং পুরো তিন মাস টুইটি ডিউকে অঙ্ক শেখাবে। আর ডিউ টুইটিকে ম্যাডাম বলে ডাকবে, না ডাকলে আরো কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে ওকে।

শাস্তির সেই তিন মাস ডিউ প্রতিদিন টুইটিকে ম্যাডাম বলে ডেকেছে, তাই শুনে টুইটি কুট কুট করে হেসেছে।

আজকেও ওরকম কিছু হবে কিনা বুঝতে পারছে না টুইটি। খুক করে একটু কেশে শান্তনুর আব্বু বললেন, 'টুইটি, যাও তো মা, ভেতর থেকে ডিউকে ডেকে নিয়ে আসো।'

কাঁপা কাঁপা পায়ে বাসার ভেতরে ডিউয়ের রুমে ঢুকেই টুইটি ডিউকে বলল, 'কী ব্যাপার বল তো?'

'আমি তো কিছুই জানি না।'

'রাতের ব্যাপারটা জেনে গেল না তো?'

'তাও তো বুঝতে পারছি না।' ডিউ ভয় ভয় গলায় বলল, 'গতবার শাস্তিস্বরূপ তোকে ম্যাডাম ম্যাডাম বলে ডাকতে হয়েছে। এবার না জানি কি হয়? চল চল, দেরি করলে আরো বেশি সন্দেহ করতে পারে আমাদের।'

ডিউকে নিয়ে টুইটি ড্রইংরুমে আসতেই অর্কের আব্বু বললেন, 'তোমাদের সবার লেখাপড়া কেমন চলছে, তা আজ শুনতে চাইব না। আমাদের কেন জানি মনে হচ্ছে তেমন ভালো হচ্ছে না তোমাদের লেখাপাড়া। সেই জন্য তোমাদের জন্য আমরা একটা ব্যবস্থা নিয়েছি।'

উপলের আব্বু একটু হেসে হেসে বলেন, 'শুধু ব্যবস্থা না, খুবই ভালো ব্যবস্থা।'

শান্তনু একটু সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমরা কি জানতে পারি ব্যবস্থাটা আসলে কী?' www.boighar.com

'তোমাদের জন্য একটা প্রাইভেট টিচার ঠিক করেছি আমরা। যিনি এই বিল্ডিংয়েই থাকবেন, তোমাদের খেয়াল করবেন, তোমাদের লেখাপড়ার দিকে নজর দেবেন।' ডিউয়ের আব্বু বললেন।

টুইটি ভয় ভয় গলায় বলল, 'আমরা তো ভালো করেই লেখাপড়া করছি, আমাদের প্রাইভেট টিচারের কি কোনো প্রয়োজন ছিল?'

'অবশ্যই ছিল।' উপলের আব্বু অনেকটা বোকা ধরনের, কোনো কারণ নেই কিন্তু তিনি হঠাৎ রেগে উঠে বলেন, 'তোমাদের বয়সে আমরা সারাক্ষণ

boighar.com

পড়তাম, দুষ্টমি করতাম কম, খেলাধুলাও করতাম কম। কিন্তু তোমরা? লেখাপড়া তো ঠিকমতো করোই না, সারাক্ষণ শুধু টিভি দেখ আর লাফালাফি করো, খেলাধুলা করো। কী একটা সংয়ের ক্রিকেট খেলা এসেছে, সেদিন কারা যেন মফিজ সাহেবের জানালার একটা কাচ ভেঙ্গে ফেলেছে এই ক্রিকেট খেলতে খেলতে।'

'আপনাদের তখন রেজাল্ট কেমন ছিল আঙ্কেল?' অর্ক কিছুটা সাহস নিয়ে জিজ্ঞেস করে।

সবাই প্রায় একসঙ্গে বলেন, 'অবশ্যই ভালো। ম্যাট্রিকে আমরা সবাই অনেক ভালো করেছিলাম।'

'আমাদের মনে হয় না।' ডিউ ঠোঁট উল্টিয়ে বলে।

'কী!' উপলের আব্বু চোখে একটু কম দেখেন, তিনি আজকের পত্রিকা উল্টো করে মেলে ধরেছিলেন চোখের সামনে। সেটা পাশে রেখে আবার বলেন, 'তোমরা আমাদের অবিশ্বাস করো! জানো, তোমাদের বয়সে আমরা গড় গড় করে দৈনিক পত্রিকা পড়তাম।'

'আমরাও তো পড়ি।' টুইটি বলে।'

'কই আর পড়ো, শুধু কার্টুন দেখো আর বোকার মতো খিল খিল করে হাসো।' ডিউয়ের আব্বু সোফায় আরো একটু হেলান দিয়ে বলেন, 'তোমাদের আর কোনো কথা শুনতে চাই না। আজ রাতেই প্রাইভেট টিচার এসে পড়বেন, কাল থেকে তোমাদের নিয়মিতভাবে পড়াবেন। তোমরা কোনো ভাবেই মন খারাপ করো না, সব কিছু তোমাদের ভালোর জন্যই করা হচ্ছে। তোমরা এখন যাও। আমরা আরো কিছু জরুরী কথা বলব।'

ডিউদের ড্রইংরুমে থেকে বের হয়ে এসে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ে সবাই একসঙ্গে—যাক, রাতের চাবি চুরির কথা তাহলে কেউ জানে না! সঙ্গে সঙ্গে আবার মনও খারাপ হয়ে গেল ওদের। আবার প্রাইভেট স্যার! আগের প্রাইভেট স্যারের ভয়ঙ্কর ব্যাপারটাই ভুলতে পারছে না ওরা।

বুদ্ধিটা ওরা আগেই বের করে রেখেছ—প্রাইভেট স্যার এসে যাই জিজ্ঞেস করুক, তার উল্টা-পাল্টা জবাব দেবে ওরা। কোনোভাবেই স্যারকে প্রথমে পাত্তা দেওয়া যাবে না। পড়া করতে বললে পড়া করা যাবে না, লিখতে বললে লেখা যাবে না, যাই বলুক তার উল্টোটা করতে হবে। মোট কথা স্যার যাই জিজ্ঞেস করুক, তার ধারে কাছে যাওয়া যাবে না। বরং স্যারকে তাড়াতে হবে, যত দ্রুত সম্ভব তাড়াতে হবে।

অর্ক হঠাৎ দুষ্টমির হাসি দিতে দিতে বলল, 'একটা কাজ করলে কেমন হয়—।'

সবাই অর্কের দিকে তাকাল। অর্ক কথাটা শেষ করল না। ওরা বেশ আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছে অর্কের দিকে। অর্কও তাকিয়ে আছে ওদের দিকে। কিন্তু কেউ কোনো কিছু বলছে না।

টুইটি একটু গম্ভীর হয়ে বলল, 'কথা শেষ করছিস না কেন তুই?'

'কিন্তু তোমরা তো কিছু বলছ না।' অর্ক টুইটিকে বলল।

'আমরা কী বলব?'

www.boighar.com

'তোমরা তো বলতে পারতে—কী কাজ? কিন্তু তোমরা তা বললে না, তোমাদের কোনো আগ্রহই নেই আমার কথা শোনার।' বেশ অভিমানী গলায় বলল অর্ক।

টুইটি একটু বিরক্ত হয়ে বলল, 'তোকে কী বলতে হবে—জনাব, আপনি যেন কী কাজের কথা বলতে চাচ্ছিলেন, বলুন না?'

'না।'

'তাহলে?'

'ঠিক আছে, আমি বলছি।' অর্ক একটু থেমে বলে, 'স্যারকে ভূতের ভয় দেখালে কেমন হয়?'

'বুদ্ধিটা খারাপ না।' ডিউ একটু সোজা হয়ে বসে বলে, 'কিন্তু স্যার কি ভূতের ভয় পাবেন?'

টুইটি বলে, 'ভূতের ভয় স্যার পাবেন কি না সেটা পরের কথা। আগের কথা হচ্ছে স্যারকে ভূতের ভয় দেখাব কীভাবে আমরা?'

'এটা তো খুব সহজ কাজ। স্যার তো এ বিল্ডিংয়ের নিচের যে খালি জায়গাটা আছে সেখানে থাকবেন। রাতে স্যার ঘুমিয়ে পড়লে আমরা ভূতের ভয় দেখাব।'

'সেটা কীভাবে?' টুইটি একটু চিবিয়ে চিবিয়ে বলে।

'স্যার ঘরে ঢোকার পর আমরা অপেক্ষা করব, তারপর ঘরের জানালা দিয়ে স্যারের ঘরের ভেতর ঢিল ছুড়ব আমরা।'

'তোর কি মনে হয় স্যার তাতেই ভয় পাবেন?'

'অবশ্যই।'

টুইটি অর্কের মাথায় একটা ছোট্ট করে থাপ্পর মেরে বলে, 'এত বুদ্ধি নিয়ে তুই ঘুমাস কীভাবে?'

শান্তনু হাসতে হাসতে বলে, 'ঘুমানোর সময় ও ওর বুদ্ধিগুলো মাথা থেকে বের করে বালিশের নিচে রেখে ঘুমায়।'

'তাই নাকি রে অর্ক?' টুইটিও হাসতে থাকে।

ভীষণ গম্ভীর হয়ে যায় অর্ক, কিছু বলে না ও। অন্য দিকে ঘুরে বসে কী যেন দেখতে থাকে সামনের দিকে তাকিয়ে।

উপল এতক্ষণ চুপ হয়ে ছিল। একটু সোজা হয়ে বসে ও বলে, 'অর্কের ভূতের কথা শুনে আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে। যদিও সেই আইডিয়াটার কথা এখন বলব না। তার আগে একটা কথা বলি—।' উপল সবার দিকে তাকিয়ে শেষে অর্কের দিকে তাকিয়ে বলে, 'অর্ক, তুমি এদিকে তাকাও তো। মিটিংয়ের সময় অন্য দিকে তাকিয়ে থাকতে নেই।'

অর্ক এদিকে ঘুরে বসতেই উপল আবার বলল, 'আমাদের প্রথম কাজ হবে স্যারের দিকে ঠিক মতো খেয়াল রাখা। তারপর অবস্থা বুঝে এমন একটা ব্যবস্থা নিতে হবে যাতে স্যার এখানে থাকা তো দূরের কথা, পালিয়ে যান তাড়াতাড়ি।' www.boighar.com

'আমার মনে হয় ব্যাপারটা তাহলে দেরি হয়ে যাবে।' ডিউ উপলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'স্যারকে খেয়াল করতেই যদি আমাদের অনেকদিন চলে যায়, তাহলে বাকী কাজ করব কখন?'

'স্যারকে খেয়াল করতে খুব বেশি দিন সময় লাগবে না আমাদের।' উপল টুইটির দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমরা যদি সবাই একসঙ্গে খেয়াল করি, তাহলে তেমন সময় লাগার কথা না আমাদের।'

'আমিও সেটা ভাবছি।' টুইটি অর্কের পিঠে একটা হাত রেখে বলে, 'আমার একটা জরুরী কথা আছে সবার আগে।'

'জরুরী কথা!' ডিউ চোখ-মুখ কুঁচকে বলে, 'কিসের জরুরী কথা?'

'আমরা যত কিছুই করি না কেন স্কুলের পড়া, বাসার পড়া কিন্তু ঠিক মতো করতে হবে। অর্ক গত সপ্তাহে কিন্তু ক্লাস পরীক্ষাতে খারাপ করেছে।' টুইটি অর্কের দিকে তাকায়, 'তাই না অর্ক?'

মাথা উঁচু-নিচু করে অর্ক।

'কিন্তু কোনো ভাবেই কোনো পরীক্ষাতে খারাপ করা যাবে না আমাদের। তাহলে কিন্তু অনেক কিছুতেই আমাদের অসুবিধা হবে।'

ছাদের দরজার দিকে তাকাল সবাই। ডিউদের কাজের মেয়েটা এসে বলল, 'ডিউ ভাইয়া, আপনাদের নতুন স্যার এসেছে। আপনাকে এখনই ডাকে।'

সবার মুখের দিকে সবাই তাকাল এবং কথা বলে নিল ইশারায়। ডিউ ছাদ নেমে আসতে নিয়েই আবার ঘুরে দাঁড়ায়। সবার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করে দ্রুত নেমে আসে ছাদ থকে।

বিল্ডিংয়ের নিচের রুমটা খুব সুন্দর করে সাজানো হয়েছে, যেন বড়লোকের কোনো অফিস। চেয়ার, টেবিল, টেলিফোন, ফ্যান সব আছে সেই রুমে। স্যার রুমে ঢুকে একটা চেয়ারে বসে টেবিলের ওপর হাত রেখে কি যেন লিখছেন মনোযোগ দিয়ে।

ডিউ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে একটু অপেক্ষা করে কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, 'স্যার আসব?'

স্যার মাথা তুলে বললেন, 'কে?'

'আমি ডিউ।'

'ডিউ?' স্যার একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, 'তোমাকে তো চিনতে পারলাম না।'

boighar.com

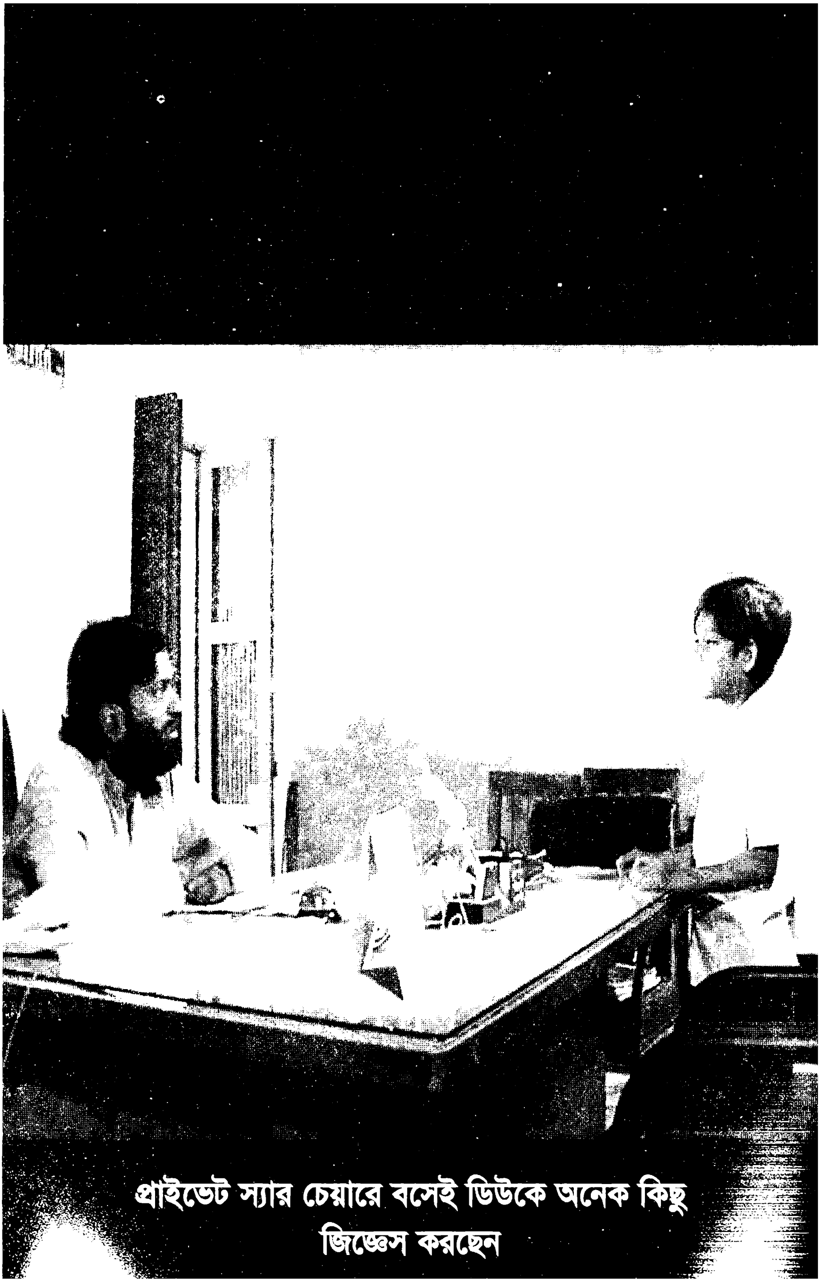

প্রাইভেট স্যার চেয়ারে বসেই ডিউকে অনেক কিছু
জিজ্ঞেস করছেন

'আমাকে তো আপনার চেনার কথা না স্যার।'

'কেন?'

'কারণ আপনার সঙ্গে আমার কোনোদিন দেখাই হয়নি।'

'ও হ্যাঁ, তোমার সাথে তো আমার কখনো দেখাই হয়নি।' স্যার একটু সোজা হয়ে বসে বলেন, 'তা আমার সঙ্গে তোমার কি দরকার?'

www.boighar.com

'স্যার, আপনি নাকি আমাকে ডেকেছিলেন?'

'আমি তোমাকে ডেকেছিলাম! কই মনে পড়ছে না তো।' স্যার আবার টেবিলের দিকে ঝুঁকে লিখতে শুরু করলেন।

ডিউ আগের মতোই দরজায় দাঁড়িয়ে বলল, 'স্যার, আমি ডিউ।'

স্যার এবার মাথা না তুলেই বললেন, 'শুনলাম তো তুমি ডিউ।'

'স্যার, আপনি যাদের জন্য এখানে এসেছেন, আমি তাদের একজন।' একটু শব্দ করে বলল ডিউ।

'আমি কাদের জন্য এসেছি?' স্যার আগের মতোই টেবিলের দিকে চোখ রেখে বললেন।

'আপনি এখানে পড়াতে এসেছেন না?' ডিউ কিছুটা রেগে গিয়ে নিতেই ঠাণ্ডা স্বরে বলে।

'হ্যাঁ, পড়াতে এসেছি।'

'আপনি যাদের পড়াতে এসেছেন আমি তাদের একজন।'

স্যার হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে বলেন, 'অ, তুমি ডিউ। আমি তো খেয়ালই করিনি। হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে, তোমাকেই তো ডাকতে পাঠিয়েছিলাম আমি। দরজায় দাঁড়িয়ে আছো কেন তুমি, আসো আসো, ভেতরে আসো।'

ডিউ ঘরের ভেতর এসেই স্যারকে বলল, 'বলুন স্যার, একটু তাড়াতাড়ি বলুন। আমার আবার জরুরী একটা কাজ আছে।'

'আগে বসো। তারপর তোমার সঙ্গে একটু গল্প করি। তোমাদের এখানে নতুন এলাম, সবার সঙ্গে একটু পরিচিত হই। প্রথমে তোমার সঙ্গে কথা বলব আমি। তারপর—।' স্যার টেবিলের ওপর রাখা একটা কাগজের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'তোমার আর সব বন্ধুদের কী যেন নাম, ও হ্যাঁ, টুইটি, শান্তনু, উপল আর অর্ক। অর্ক তো ক্লাস ফাইভে পড়ে আর তোমরা সবাই পড়ো ক্লাস সিক্সে, তাই না?'

'জি স্যার।'

boighar.com

'তুমি ওভাবে গম্ভীর হয়ে কথা বলছ কেন ডিউ?'

'আমি এভাবেই কথা বলি।'

'ওভাবে কথা বললে তো হবে না ডিউ, হেসে হেসে কথা বলতে হবে তোমাকে।'

'হাসি যদি নাও আসে, তবুও হেসে কথা বলতে হবে?'

'হ্যাঁ, তবুও হেসে কথা বলতে হবে।' স্যার একটু সোজা হয়ে বসে বলেন, 'তোমাকে এ বিষয়ে একটা গল্প বলি।'

'আমার এখন গল্প শোনার সময় নেই, যা বলার তাড়াতাড়ি বলুন।'

'তোমার কি মন খারাপ?'

'সেটা আপনার না জানলেও চলবে।'

'কেন না জানলে চলবে?'

'আপনি কি আমার মন ভালো করে দিতে পারবেন?'

'পারব।' স্যার হেসে হেসে বললেন, 'তোমাকে একটা কৌতুক বলি, ভারী মজার কৌতুক।'

'না, কৌতুক শোনারও কোনো ইচ্ছে নেই আমার। পৃথিবীর সব কৌতুক আমার পড়া হয়ে গেছে।'

'তাই নাকি!' স্যার হাসতে হাসতে বলেন, 'ঠিক আছে তোমাকে কৌতুকও শুনতে হবে না। তোমাকে বরং কয়েকটা প্রশ্ন করি। আচ্ছা, বলো তো—আপেল কিংবা অন্য কোনো ফল উপরের দিকে না গিয়ে নিচে পড়ে কেন?' স্যার ডিউয়ের দিকে গভীর ভাবে তাকান।

'এটা তো অনেক সহজ প্রশ্ন।'

'তাহলে উত্তরটা বলো?'

'আপেল বা অন্য কোনো ফল উপরের দিকে যায় না কারণ, উপরে কোনো খাওয়ার লোক নেই।'

ডিউ সিরিয়াসভাবে কথাটা বলে স্যারের দিকে তাকায়। স্যার মূর্তির মতো বসে থাকেন, কিছু বলেন না, যেন ডিউয়ের কথা শুনে ভুলে গেছেন তিনি সবকিছু।

ড্রইংরুমের কোনার সোফায় বসা প্রাইভেট স্যারকে দেখে উপলের আব্বু বললেন, 'ইনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেই তোমাদের।'

ডিউ স্যারের দিকে না তাকিয়ে অন্য দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে।'

'ভালো ভালো।' উপলের আব্বু টুইটিদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমরা তোমাদের পরিচয় দাও।'

টুইটি বলল, 'আমার নাম টুইটি।'

'এটা কী ধরনের কথা হলো। আদব-কায়দা সব ভুলে গেলে নাকি তোমরা! আগে সালাম তো দেবে নাকি।' কিছুটা রেগে গিয়ে সবার দিকে তাকিয়ে শান্তনুর আব্বু বললেন।

'আসসালামু ওলাইকুম।'

স্যার সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'ওলাইকুম ওয়াসসালাম।'

'এই তো, খুব ভালো সালাম দেওয়া হয়েছে। এবার তোমার পরিচয় দাও।' উপলের আব্বু হাসতে হাসতে বললেন।

টুইটি আবার বলল, 'আমার নাম টুইটি।'

'ইশ! তোমরা এত ভুল করো কেন বলো তো? পুরো নাম বলবে না? তোমাদের আমরা কি শিখিয়েছি বলো তো? পুরো নাম বলবে, প্রিয় জিনিসগুলোর নাম বলবে, শখের কথা বলবে, তোমাদের আমরা যেভাবে শিখিয়েছি সেভাবে বলবে।' উপলের আব্বু বিরক্তি নিয়ে বললেন।

'আমার নাম উপমা আহমেদ টুইটি। আমার প্রিয় ফল হচ্ছে স্ট্রবেরি, প্রিয় মানুষ আমার মা—।'

টুইটিকে থামিয়ে দিয়ে স্যার বললেন, 'প্রিয় মানুষ বাবা না কেন?'

টুইটি একটু লজ্জা পেয়ে আব্বুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আব্বুও প্রিয়,

তবে আম্মু একটু বেশি।'

টুইটির আব্বু প্রসঙ্গটা দ্রুত শেষ করার জন্য বললেন, 'মা, তুমি তোমার পরিচয় পর্ব শেষ করো।'

'আমি মাছ-মাংস কোনোটাই খেতে খুব বেশি পছন্দ করি না। তবে আমি সবজি খুব পছন্দ করি। টিভিতে কার্টুন দেখার চেয়ে আমি এনিম্যাল প্ল্যানেট আর ডিসকভারি চ্যানেলটা বেশি দেখি। আমার প্রিয় বিষয় অঙ্ক। বাংলাও আমার ভালো লাগে, বাংলা ভাষাকে পৃথিবীর সবচেয়ে মিষ্টি ভাষা মনে হয় আমার।'

www.boighar.com

'তোমার প্রিয় কবি?' প্রাইভেট স্যার একটু সোজা হয়ে বসে টুইটিকে জিজ্ঞেস করেন।

'আমার প্রিয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম।'

'প্রিয় ফুল?' স্যার আবার জিজ্ঞেস করেন।

'বেলী ফুল।'

উপলের আব্বু উপলের দিকে তাকিয়ে বেশ আগ্রহ নিয়ে বললেন, 'উপল, এবার তুই বল।'

'আমার নাম শফিউল আলম উপল। আমার প্রিয় মানুষ আমার আব্বু-আম্মু একজনও না—।'

স্যার সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'কেন?'

'আব্বু-আম্মুকে আমি পছন্দ করি না।'

আরো অবাক হয়ে স্যার বলেন, 'কেন পছন্দ করো না তুমি?

'তারা আমাকে ভালো বাসে না।'

'তুমি কি করে বুঝলে তোমার আব্বু-আম্মু তোমাকে ভালোবাসে না।' স্যার বেশ আগ্রহ নিয়ে বলেন।

'আব্বু-আম্মু সারাক্ষণ আমাকে শুধু পড়তে বলে, লিখতে বলে, খুব সকালে ঘুম থেকে উঠতে বলে, আমার এসব একদম ভালো লাগে না।'

'ভালো করে লেখাপড়া না করলে তুমি ভালো রেজাল্ট করবে কীভাবে, বলো?'

'আমি এমনিতেই ভালো রেজাল্ট করি।'

'তোমার রোল নম্বর কত?'

'নয়।'

'নয় তো খুব বেশি ভালো রেজাল্ট না উপল।'

'আগে আমার আরো খারাপ ছিল—ক্লাস ফোরে আমার রোল ছিল সতের, ফাইভে এগার, ক্লাস সিক্সে হয়েছে নয়। ক্লাস সেভেনে আরো ভালো করব।' উপল বেশ আত্মবিশ্বাসী হয়ে বলে।

'গুড, তোমার কথা শুনে ভালো লাগল। আমিও আশা করি তোমাদের রেজাল্ট আরো ভালো হবে।' স্যার অর্কের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এবার তুমি বলো।'

'আমি কিছু বলতে পারব না।'

'কেন!'

'আমার খুব খিদে পেয়েছে, আমি এখন খাব।'

'ঠিক আছে, খাবে। তার আগে তোমার পুরো নামটা বলো?'

'আমার নাম অর্ক।'

'আমি তোমাকে পুরো নাম বলতে বলেছি।'

অর্ক কি একটা মনে করতে নিয়ে মনে করতে না পেরে বলল, 'আমি আমার পুরো নাম ভুলে গেছি।'

'ঠিক আছে, আমি তোমাকে কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞেস করি তুমি তার উত্তর দাও।' স্যার আরো একটু সোজা হয়ে বসে অর্ককে বললেন, 'পুরো নাম মনে নেই তোমার, তাই তো? তুমি তোমার স্কুলের নাম বলো?'

'আমার স্কুলের নাম ভিক্টোরিয়া পাইলট স্কুল।'

'আমি তোমার স্কুলের নাম জিজ্ঞেস করিনি, আমি তোমার নাম জিজ্ঞেস করেছি।'

'মিথ্যা কথা বলছেন কেন স্যার! আপিনি না বললেন তোমার স্কুলের নাম বলো।' একটু রেগে গিয়ে বলে অর্ক।

'হ্যাঁ, আমি তোমার স্কুলের নাম মানে স্কুলের খাতায় তোমার কি নাম আছে সেটা বলতে বলেছি।'

'আমি আমার স্কুলের নামও ভুলে গেছি।'

'ঠিক আছে, এবার বলো তুমি কি পড়ো?'

'আমি প্যান্ট পড়ি। কখনো কখনো গোসল করে টাওয়েলও পড়ি।'

'আমি তোমাকে সে পড়ার কথা বলিনি, তুমি কোন ক্লাসে পড় সেটা জিজ্ঞেস করেছি।' স্যার হাসতে হাসতে বলেন।

boighar.com

'সম্ভবত ক্লাস ফাইভে।'

'সম্ভবত বলছ কেন?'

'আমার কেন যেন মনে হয় আমার এখন ক্লাস ফাইভে পড়া উচিত না, আমার ক্লাস টেনে পড়া উচিত।'

'তোমার এ কথা মনে হয় কেন?'

'আমার মাথায় অনেক বুদ্ধি।'

'তাই নাকি!'

'জি।'

'তোমার মাথায় যে অনেক বুদ্ধি তার একটা প্রমাণ দাও তো তুমি?' স্যার বেশ কৌতূহলী হয়ে অর্ককে বলেন।

'আমি অনেক ভালো ছবি আঁকতে পারি। আমি ইচ্ছে করলে আপনার ছবিটা চোরের মতো করে আঁকতে পারি।'

স্যার চমকে উঠে বলেন, 'কী!'

'আমি এক কথা দুবার বলি না।' অর্ক ভীষণ বিরক্ত হয়ে বলে, 'আমি বললাম না আমার খিদে পেয়েছে, আমি আর কথা বলতে পারব না, কোনো প্রশ্নের জবাব দিতে পারব না।'

'ঠিক আছে, এবার তুমি বলো।' স্যার আবার সোফায় হেলান দিয়ে শান্তনুর দিকে তাকিয়ে বলেন। www.boighar.com

'আমার নাম হাবিবুল বাশার শান্তনু।'

'বাহ্, তোমার তো বিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড়ের নামের নাম।' স্যার বেশ আনন্দ নিয়ে বলেন, 'তুমি কি ক্রিকেট খেলতে পারো?'

'পারি কি না তা বলতে পারব না। আগে খেলতাম, এখন বোধহয় ভুলে গেছি।' শান্তনু দুঃখী দুঃখী গলায় বলে।

'কেন ভুলে গেছ?'

'আমাদের তো কোনো খেলার জায়গা নেই। কোথায় খেলব আমরা? যে জায়গাগুলো কয়দিন আগেও খালি ছিল, সেখানে এখন নতুন নতুন বিল্ডিং উঠে গেছে। তাছাড়া বেশ কয়েকদিন আগে একটা ফাঁকা জায়গায় খেলতে গিয়েছিলাম। খেলতে খেলতে ব্যাট দিয়ে বল মারতেই পাশের বাসার একটা কাচের জানালায় গিয়ে পড়ল বলটা, তারপর যা হবার তাই হলো, ভেঙে গেল জানালার একটা কাচ। বাড়িওয়ালা বাসায় এসে

কমপ্লেইন করতেই আব্বু যা বকে দিয়েছিল না। তখন থেকেই খেলাটা বন্ধ করে দিয়েছে।'

'ভেরি স্যাড।' স্যার আবার অর্কের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমার পুরো নামটা কি এখন মনে পড়েছে, অর্ক?'

অর্ক মন খারাপ করে বলে, 'না।'

'এখনো মনে পড়েনি!'

অর্কের বাবা হঠাৎ অর্কের কাছে এসে ফিসফিস করে বললেন, 'কী ব্যাপার অর্ক, পুরো নাম বলছ না কেন তুমি! তোমার পুরো নাম সত্যি সত্যি ভুলে গেছ নাকি!'

অর্ক আস্তে করে বলল, 'না।'

'তাহলে?'

'আমার বলতে ইচ্ছে করছে না।

'কেন বলতে ইচ্ছে করছে না?'

অর্ক কিছু না বলে টুইটির দিকে তাকাল। তারপর ডিউ, শান্তনু, উপলের দিকে তাকিয়ে মাথাটা নিচু করে ফেলল। স্যারের কোনো কথা শোনা হবে না বলে ওরা যা সিদ্ধান্ত নিয়েছে অর্ক তাই করছে।

ডিউ হঠাৎ করে বলল, 'স্যার, এতক্ষণ তো আপনি আমাদের প্রশ্ন করলেন, এবার আমরা আপনাকে প্রশ্ন করব।'

ডিউয়ের আব্বু কিছুটা চিৎকার করে বললেন, 'ডিউ, এটা কি বলছিস তুই!'

স্যার সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'না না, ওদের প্রশ্ন করতে দিন না। আমার কোনো অসুবিধা নেই, আমি ওদের সব প্রশ্নের উত্তর দেব।'

ডিউ একটু সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, 'স্যার, এমন একটা সংখ্যার কথা বলুন তো, যে সংখ্যার দুটো একসঙ্গে যোগ করলে যা হয়, সেই সংখ্যা দুটোকে গুণ করলেও তাই হয়।'

স্যার একটু ভেবে বললেন, 'পারছি না।'

'এটা তো খুব সহজ স্যার।' ডিউ ঠোঁট উল্টিয়ে বলে, 'আমাদের পিচ্চি অর্কও এটা পারে।' ডিউ অর্কের দিকে তাকিয়ে বলে, 'অর্ক, তুই প্রশ্নটার উত্তর বলে দেতো?'

অর্ক বেশ গর্ব নিয়ে বলল, '২।'

boighar.com

'হ্যাঁ, তাই তো।' প্রাইভেট স্যার বেশ উৎফুল্ল হয়ে বলেন, 'ভেরি ইন্টারেস্টিং!' স্যার ডিউয়ের দিকে তাকিয়ে হাসি হাসি মুখ করে বলেন, 'আরেকটা প্রশ্ন করো তো তোমরা?'

শান্তনু হাত তুলে বলে, 'আমি একটা প্রশ্ন করব।'

'করো।'

শান্তনু প্রশ্ন করার আগেই শান্তনুর আব্বু বললেন, 'প্রশ্ন না করলে হয় না?'

' ছোট্ট একটা প্রশ্ন আব্বু।'

'তাছাড়া যিনি আমাদের পড়াবেন তাকে একটু পরীক্ষা করা দরকার না আমাদের?' টুইটি একটু মুচকি হেসে বলে, 'সারাজীবন তো স্যাররাই ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশ্ন করেন, এবার না হয় ছাত্র-ছাত্রীরাই স্যারকে প্রশ্ন করল।'

'না না ঠিক আছে, তোমরা প্রশ্ন করো।' প্রাইভেট স্যার বেশ বিব্রত হয়ে বললেন।

'স্যার—।' শান্তনু স্যারের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এমন একটা পদার্থের নাম বলুন তো—তাপ বাড়লেও যে পদার্থের আয়তন বাড়ে, আবার তাপ কমলেও আয়তন বাড়ে?'

স্যার বেশ কিছুক্ষণ ভেবে বললেন, 'এটাও পারছি না।'

'এটা অবশ্য একটু কঠিন প্রশ্ন।' ডিউ স্যারের দিকে তাকিয়ে বলে, 'আমাদের একটা বিজ্ঞান ক্লাব আছে, সেখানে আমরা বিজ্ঞান বিষয়ক অনেক প্রশ্নের উত্তর নিয়ে আলোচনা করি। সেখানেই আমরা এ প্রশ্নটার উত্তর শিখেছি।' ডিউ একটু থেমে বলে, 'এ প্রশ্নটার উত্তর হচ্ছে পানি।'

'ও হ্যাঁ হ্যাঁ, এবার মনে পড়েছে আমার।' স্যার একটু লজ্জা পেয়ে বলেন, 'স্যরি, আমার এ প্রশ্নটার উত্তর দেওয়া উচিত ছিল। ঠিক আছে, তোমরা আরেকটা প্রশ্ন করো তো?'

'না না, আর প্রশ্ন করার দরকার নেই, তোমরা এখন যাও।'

ওরা সবাই ড্রইংরুম থেকে বাইরে চলে এলো। বাইরে এসেই ওরা একে অপরের সঙ্গে আনন্দ নিয়ে হাত মেলাতে মেলাতে বলল, 'স্যার, আপনাকে আমরা প্রশ্ন করতে করতে পাগল করে ফেলব। হা-হা-হা।' সিনেমার ভিলেনের মতো শব্দ করে হাসতে থাকে ওরা।

ভীষণ বিরক্ত হয়ে উপল বলল, 'তুমি আমাকে এখন বিরক্ত করো না তো, আমার জরুরী কিছু কাজ আছে।'

'তোর যতই জরুরী কাজ থাকুক না কেন, আগে আমার কথার জবাব দে।' উপলের আব্বু একটু রেগে বলেন।

'তোমার কিসের কথার জবাব দেব আমি?'

'এত ভালো একজন স্যার যোগাড় করলাম আমরা, আর তোরা কিনা সেই স্যারের সঙ্গে এমন হাসি-তামাসা করলি। স্যারের সঙ্গে কেউ হাসি-ঠাট্টা করে!'

'কই আমরা হাসি-ঠাট্টা করলাম!'

'হাসি-ঠাট্টা করলি না তো কি করলি!' উপলের আব্বু বিছানার ওপর পা তুলে বসে বলেন, 'আমরা নিজেরাই তো সেটা দেখলাম। শোন, তোদের বয়সে আমরা শিক্ষককে দেখে যমের মতো ভয় পেতাম, তাদের আমরা পরিপূর্ণ সম্মান দিতাম, তাদের কথা শুনতাম। তার জন্য আমরা ভালো রেজাল্টও করতাম।'

'তোমার মনে আছে ক্লাস ফাইভে আর ক্লাস সিক্সে তোমার রোল কত ছিল?' উপল ওর আব্বুর চোখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে।

'মনে থাকবে না কেন—ক্লাস ফাইভে আমার রোল ছিল দুই। এক-ই হতে পারতাম, কিন্তু পরীক্ষার আগে যা ভয়াবহ একটা জ্বর এসেছিল না, আমার জীবন যায় যায় অবস্থা। সেই জ্বর নিয়েই পরীক্ষা দিলাম এবং সেকেণ্ড হলাম। তবে পরের বছর অর্থাৎ ক্লাস সিক্সে আমি ঠিকই ফার্স্ট হয়েছিলাম। তোরা তো জানিস আমাদের সময় ক্লাস ফাইভের পর থকে প্রতিটা বার্ষিক পরীক্ষার রেজাল্টের পর একটা করে সার্টিফিকেট দিত আমাদের। কার রোল নম্বর কত হলো, কে কোন সাবজেক্টে কত নাম্বার পেল, সব লেখা থাকত সে সার্টিফিকেটে।'

boighar.com

'হ্যাঁ, তোমরা সবাই সুয়োগ পেলেই তো তোমাদের এসব ভালো ভালো রেজাল্টের কথা বলো, সার্টিফিকেটের কথা বলো। ডিউয়ের আব্বু নাকি ক্লাস ওয়ান থেকে সব পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়েছিলেন, তারও নাকি সব সার্টিফিকেট আছে; শান্তনুর আব্বু, অর্কের আব্বু, টুইটির আব্বুও নাকি ভালো ছাত্র ছিলেন। তারা তো সুযোগ পেলেই অনেক গর্ব করে এসব বলেন।' উপল একটু থেমে বলে, 'আসলে হয়েছে কি বাবা—তোমাদের সময় লেখাপড়া অনেক সহজ ছিল, এখন খুব কঠিন।'www.boighar.com

'না, লেখাপড়া তখনও কঠিন ছিল না, এখনও কঠিন নেই। মনোযাগ দিয়ে পড়লেই সব কিছু সহজ হয়ে যায়। আমরা তো মনোযোগ দিয়ে পড়েই এত ভালো রেজাল্ট করেছি। আমার মনে হয়, তোরাও মনোযোগ দিয়ে পড়লে ভালো রেজাল্ট করতে পারবি। আচ্ছা বলতো—।' উপলের পিঠে একটা হাত রেখে উপলের আব্বু বলেন, 'এর আগেও একটা টিচার রেখেছিলাম। তিনি চলে যাওয়ার পর দু দিন আগে এই নতুন টিচারটা রাখলাম আমরা। কিন্তু তোদের অসুবিধাটা কোথায় বলতো?'

'কিসের অসুবিধা!'

'না, তোরা ঠিক মতো স্যারের কাছে কাছে নাকি পড়ছিস না, তিনি যা বলছেন তা শুনছিস না, সব সময় তর্ক-বিতর্ক করিস। এসব কী ভালো?'

'আমাদের স্যার আসলে অনেক কিছু জানেন না।'

'একটা মানুষ কি সব কিছু জানবেন বা তার পক্ষে কি জানা সম্ভব? যেমন তুই যা জানিস, টুইটি হয়তো তা জানে না; আবার ডিউ যা জানে, শান্তনু তা জানে না; এই আর কি।'

'আব্বু, আমি এখন যাই।'

'কোথায় যাবি?'

'নিচে স্যারের রুমে বোধহয় সবাই চলে এসেছে, আমাদের এখন পড়ার সময় না।'

'ও হ্যাঁ হ্যাঁ, যা যা। ভালো করে পড়িস বাবা।'

উপল বিছানা থেকে উঠে দাঁড়াতেই উপলের আব্বুও উঠে দাঁড়ালেন। তারপর ওর মাথায় হাত রেখে বললেন, 'কোনো ভাবেই তুই মন খারাপ করিস না।'

'না আব্বু আমি মন খারাপ করি নাই।' উপল আব্বুর দিকে তাকিয়ে

বলে, 'আমরা কিন্তু ভালোই লেখপড়া করছি আব্বু। আগের চেয়ে আমাদের রেজাল্ট আরো অনেক ভালো না? তুমি দেখো, আমরা আরো অনেক ভালো করব।'

'জানি তো।' আব্বু পকেট থেকে একটা একশ টাকার নোট বের করে উপলের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলেন, 'সেদিন আইসক্রিম খেতে চাচ্ছিলি না, নে। স্যারের কাছে পড়া শেষ হলেই সবাই মোড়ের ওই দোকান থেকে আইসক্রিম কিনে খাস।'

'না বাবা টাকা লাগবে না।'

'কেন?'

'আজ আইসক্রিম খেতে ইচ্ছে করছে না।'

'একটু পরই হয়তো খেতে ইচ্ছে হবে, যা নিয়ে যা।' আব্বু উপলের পকেটে জোর করে টাকাটা গুজে দেয়। উপল বই খাতা নিয়ে স্যারের রুমে যাওয়ার জন্য ওদের বাসা থেকে বের হয়েই ফিকফিক করে হেসে ফেলে। আব্বুটা যা বোকা না, আইসক্রিম কিনে খাওয়ার জন্য সেদিনই কিন্তু টাকাটা দিয়েছিল এবং টুইটি, অর্ক, শান্তনু, ডিউ মিলে মজা করে খেয়েও ছিল, কিন্তু আব্বু তা ভুলে গেছে।

উপলের আব্বুটা না এরকমই—প্রচণ্ড বোকা রকমের। কোনো কিছু ভালো করে না দেখেই মন্তব্য করে ফেলেন, কোনো কিছু ভালো করে না বুঝেই কথা বলেন। সবচেয়ে বেশি যেটা হয় সেটা হলো ভুলে যাওয়া। একবার হয়েছে কি স্কুলের বেতন দিয়েছিল আব্বু, উপল তা নিয়ে ব্যাগেও রেখেছে। অফিসে যাওয়ার জন্য সেদিন খুব তাড়াহুড়া করছিলেন বাবা। অফিস থেকে বের হয়েই তিনি আবার ফিরে আসেন বাসায়। দ্রত উপলের রুমে ঢুকে বলেন, 'তুই না স্কুলের বেতন চাইলি। আমি তো ভুলে গেছি।' আব্বু পকেট থেকে টাকা বের করে উপলের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলেন, 'নে নে, ভালো করে টাকাগুলো রেখে দে। হারিয়ে ফেলিস না যেন। আর বেতন দেওয়ার পর রিসিটটা এনে আমাকে দিস কিন্তু। রিসিট নিয়ে একবার ঝামেলা হয়েছিল।' আব্বু কথাটা বলেই অফিস যাওয়ার জন্য দ্রুত বের হয়ে যান রুম থেকে।

আব্বুর দুইবার দেওয়া বেতনের টাকাটা উপল একদম নষ্ট করেনি। টুইটি, ডিউ, অর্ক আর শান্তনুকে কথাটা বলতেই ডিউ ছোট্ট একটা চিৎকার

দিয়ে বলল, 'এ টাকা দিয়ে একটা কাজ করলে কি হয়?' ডিউ সবার দিকে আগ্রহ নিয়ে তাকায়।

টুইটি বলে, 'কি কাজ?'

'অনেকদিন ধরে আমরা বিজ্ঞানের কিছু মজার বই কিনতে চাচ্ছিলাম। কিন্তু টাকা না থাকায় কিনতে পারছিলাম না। আমরা এ টাকা দিয়ে সেই বিজ্ঞানের বইগুলো কিনতে পারি।'

'গুড আইডিয়া।' টুইটি একটু শব্দ করে বলে, 'চল, আমরা আজকেই সেই বইগুলো কিনে ফেলি।'

অর্ক হাত উঁচু করে বলে, 'আমার একটা অনুরোধ আছে।'

'বল।'

www.boighar.com

'বই কেনার পর টাকা বাঁচলে আমি একটা কোক খাব।'

'তোর কোক খেতে ইচ্ছে করছে?'

মাথা উঁচু-নিচু করে অর্ক, কিছু বলে না।

উপল মনে মনে ভেবে ফেলে আব্বু আজ যে একশটা টাকা দিল তা দিয়ে সবাই আইসক্রিম তো খাবেই, অর্ককে একটা কোকও খাওয়াবে ও। বেচারা কোক খেতে এত পছন্দ করে!

প্রাইভেট স্যারের রুমে ঢুকে উপল দেখে সবাই এসে গেছে, ওর জন্যই অপেক্ষা করছে ওরা। উপল ফিসফিস করে বলল, 'স্যার কোথায়?'

অর্ক কুটকুট করে হেসে বলল, 'বাথরুমে।'

সঙ্গে সঙ্গে স্যার রুমে ঢুকে বললেন, 'যাক, সবাই এসে গেছ। আমরা তাহলে শুরু করতে পারি।'

'স্যার, একটা প্রশ্ন আছে আমার।' ডিউ বলে।

টেবিলের ওপরে রাখা একটা কাগজে কী যেন পড়ছিলেন স্যার। মাথা তুলে ডিউয়ের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'বলো।'

'স্যার, আমরা যা করিনি, তার জন্য কি আমরা শাস্তি পেতে পারি?' ডিউসহ সবাই স্যারের দিকে আগ্রহ নিয়ে তাকায়।

'অবশ্যই না।' প্রশ্নের উত্তর দিতে পেরেছেন এমন আনন্দে স্যার বললেন, 'তোমরা যা করোনি তার জন্য আবার শাস্তি কিসের!'

'আপনি ঠিক ভাবে বুঝে বলছেন তো, স্যার।'

'অবশ্যই অবশ্যই।'

'স্যার—।' ডিউ স্যারের দিকে সরাসরি তাকিয়ে বলল, 'গতকাল আপনি যেসব হোমওয়ার্ক করতে বলেছিলেন, তার একটাও করা হয়নি আমাদের।'

স্যার রেগে যেতে নিয়েই থেমে গেলেন। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার তিনি জোরে একটা শ্বাস ছেড়ে বললেন, 'তোমাদের আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। আচ্ছা, বলো তো আমার সমস্যাটা কোথায়?'

'আপনার সমস্যা কোথায় সেটা আমরা কীভাবে বলব স্যার।' অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলে শান্তনু।

'শোনো, আমার কাছে তোমাদের পড়তে ইচ্ছে না হয় পড়ো না, তবে কোনো রকম ফাঁকি বাজি আমি সহ্য করব না।' স্যার বেশে রেগে রেগে বললেন, 'আজ কয়েকদিন ধরে পড়াচ্ছি তোমাদের, কিন্তু এ কয়দিনে তোমরা একটুও ভালো করে পড়া করোনি আমার। জানো—।' স্যার ফোঁস ফোঁস করে বলেন, 'তোমাদের সময় আমি শুধু ফার্স্টই হতাম না, ক্লাসে রেকর্ড পরিমাণ মার্কসও পেতাম। আমার এক স্যার ছিলেন, মাত্র একদিন তিনি আমাকে একটা জিনিস বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, তারপর থেকে আমি আর সেটা ভুলিনি।'

'আপনার সেই স্যার নিশ্চয় ভালো স্যার ছিলেন।' ডিউও অন্য দিকে তাকিয়ে বলে।'

'কী! আমি তাহলে খারাপ স্যার!' স্যার ডিউকে বললেন, 'আমার দিকে তাকাও তো ডিউ।' ডিউ তাকাতেই স্যার বললেন, 'আমাকে নিয়ে এসেছেন তোমার আব্বু। তাকেই সব কিছু খুলে বলা দরকার। আচ্ছা, তোমার আব্বু আছেন?'

'আছে।'

স্যার আর কিছু না বলে চেয়ার থেকে উঠে হন হন করে দোতালায় ডিউদের বাসায় চলে গেলেন। একটু পর তিনি আবার ফিরে এসে বললেন, 'কই, তোমার আব্বু তো নেই।'

'আমি তো বলেছি আছে, কিন্তু বাসায় আছে সেটা তো বলিনি।' ডিউয়ের কথা শুনে সবাই ফিক করে হেসে ফেলে। কিন্তু স্যার চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছেন ওদের দিকে। এ কোন বিচ্ছুর দলে পড়লেন তিনি!

boighar.com

স্যারে রুম থেকে বের হয়েই উপল খুব আনন্দ নিয়ে বলল, 'দুর্ধর্ষ একটা সুসংবাদ আছে।'

টুইটি সঙ্গে সঙ্গে কপাল কুঁচকে বেশ অবাক হয়ে বলল, 'দুর্ধর্ষ সুসংবাদ! এটা আবার কী?'

'এটা হচ্ছে ভয়াবহ আনন্দের সংবাদ।' উপল কথাটা বলেই একটু লাফিয়ে ওঠে।

'ভয়াবহ সুসংবাদ! এসব কী বলছিস উপল?' টুইটি একটু রেগে গিয়ে বলে, 'যা বলবি পরিষ্কার করে বলবি। এত ভণিতা ভালো লাগে না আমার। প্লিজ, তাড়াতাড়ি বল।'

'একশ টাকা দিয়েছে আব্বু আমাকে।'

'কেন?'

'আইসক্রিম কিনে খাওয়ার জন্য।'

'আঙ্কেল হঠাৎ টাকা দিল কেন তোকে?' ডিউ উপলের দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল।

www.boighar.com

কিছু না বলে উপল হাসতে থাকে। তারপর পকেট থেকে টাকাটা বের করে সবার সামনে মেলে ধরে বলল, 'তোরা আন্দাজ করত আব্বু কেন আমাকে টাকাটা দিয়েছে?'

'তুমি বোধহয় আঙ্কেলের মাথার পাকা চুল তুলে দিয়েছিলে, না?' অর্ক খুব গম্ভীর হয়ে বলে।

'ঠিক হলো না।' পকেটে টাকাটা ঢুকাতে ঢুকাতে বলে উপল।

'তাহলে বাসার বড় কোনো কাজ করে দিয়েছিস তুই।' শান্তনু উপলের চোখের দিকে তাকিয়ে বলে।

'হলো না।'

'আমার মনে হয় আঙ্কেলের সঙ্গে তুই একটা বাজী ধরেছিলি, সেই বাজীতে জিতেছিস তুই। আমি কি ঠিক বললাম?' টুইটি কথাটা বলে উপলের দিকে না তাকিয়ে ওর পেছনে দাঁড়ানো একটা ছোট্ট মেয়ের দিকে তাকাল। মেয়েটা ওর বয়সীই। ওই পিচ্চি মেয়েটার কোলে আবার আরেকটা পিচ্চি মেয়ে। কত বয়স হবে—ছয় মাস কিংবা এক বছর। মেয়েটা হাত পেতে আছে ওদের দিকে।

টুইটি উপলের দিকে তাকাল। বেশ কিছুক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'তোর টাকাটা দে তো।'

কোনো কথা না বলে পকেট থেকে টাকাটা বের করে উপল টুইটির হাতে দিল। টুইটি টাকাটা নিয়ে সরাসরি মেয়েটার হাতে দিয়ে বলল, 'যাও, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে চলে যাও।'

মেয়েটা তবু দাঁড়িয়ে রইল।

'কী বললাম, যাচ্ছো না কেন?' www.boighar.com

আগের মতোই দাঁড়িয়ে রইল মেয়েটা। অবাক চোখে সে তাকিয়ে আছে টুইটির দিকে। তার এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না কেউ একজন তাকে পুরো একশ টাকা দিয়ে দিতে পারে। তাও বড়-সড় কেউ না, তারই বয়সী একটা মেয়ে। তাই দেখে ডিউ মেয়েটার দিকে একটু এগিয়ে এসে বলল, 'টাকাটা পেয়ে কেমন লাগছে তোমার এখন?'

'বুঝতাছি না।'

'নিশ্চয় ভালো লাগছে?'

'তাও বুঝতাছি না।'

'তোমার কোলের এই মেয়েটা কী হয় তোমার?'

'বইন।'

'বোন!' শান্তনু কোলের মেয়েটার দিকে ভালো করে তাকিয়ে বলে, 'চেহারাটা তো অন্য রকম মনে হচ্ছে। তোমার আম্মু কোথায়?'

'মা কাজ করে।'

'আহ এত জিজ্ঞেস করিস না তো।' টুইটি একটু রেগে গিয়ে বলে, 'এই মেয়ে, তোমাকে যেতে বললাম না।'

মেয়েটি চলে যেতেই অর্ক ভীষণ মন খারাপ করে বলল, 'পুরো টাকাটাই দিয়ে দিলে টুইটি আপু! অর্ধেক দিলে কী হতো। আমার খুব কোক খেতে ইচ্ছে করছে, আমি একটা কোক খেতে পরতাম।'

boighar.com

'তোর কোক খেতে ইচ্ছে করছে?' টুইটি অর্কের মাথার চুলগুলো এলোমেলো করে দিয়ে বলে।

'কখন থেকে খেতে ইচ্ছে করছে। আমার খুব খারাপ লাগছে আপু।' অর্ক কান্না কান্না চেহারা করে বলে।

'ছিঃ, এভাবে মন খারাপ করতে নেই অর্ক।' অর্ককে একটু জড়িয়ে ধরে টুইটি বলে, 'তোদের একটা সত্য ঘটনা বলি। তোরা তো ঠিক মতো দৈনিক পত্রিকা পড়িস না, পড়লে সেই সত্য ঘটনাটা তোরাও জানতে পারতি। তোরা তো শুধু কার্টুন দেখেই পেপারটা রেখে দিস। কয়েকদিন আগে দুটো মেয়ে কাঁদছিল রাস্তায় দাঁড়িয়ে।'

'মেয়ে দুটো কত বড় ছিল?' ডিউ একটু এগিয়ে এসে আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করে টুইটিকে।

'ওই মেয়ে দুটোর সমানই ছিল।'

'এত ছোট দুটো মেয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে কাঁদছিল কেন?' শান্তনু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে।'

'ওদের বাবা-মা ওদের রাস্তায় ফেলে রেখে চলে গিয়েছিল।'

'ওদের বাবা-মা এত খারাপ!' অর্ক একটু শব্দ করে বলে।

'খারাপ কিনা তা জানি না, তবে তারা খুব গরীব মানুষ ছিলেন।' টুইটি একটু নরম স্বরে বলে, 'হয়তো মেয়ে দুটোকে তেমন খাবার দিতে পারতেন না, তাই এভাবে ফেলে রেখে গেছে।'

'আচ্ছা, মেয়ে দুটোকে যেখানে ফেলে রেখে গেছে সেখান থেকে তারা আবার বাড়িতে একা একা ফেরত যেতে পারত না।' ডিউ খুব দুঃখী দুঃখী গলায় বলে।

'তা বোধহয় পারত না, আর পারত না বলেই তারা রাস্তায় একা একা দাঁড়িয়ে কাঁদছিল।' টুইটির চোখ দুটো ছল ছল করে ওঠে।

'তারপর মেয়ে দুটোর কী হয়েছে?' উপলও কেমন যেন কাঁপা কাঁপা গলায় বলে।

www.boighar.com

'তারপরই মজার ঘটনাটা ঘটেছে।' টুইটি সবার দৃষ্টি আকর্ষনের জন্য খুক করে একটু কেশে বলে, 'মেয়ে দুটোর কান্না দেখে এক লোক এসে মেয়ে দুটোকে তার বাড়িতে নিয়ে যায়, তাদেরকে নিজের মেয়ের মতো লালন-পালন করতে থাকে। তোরা একটু আন্দাজ করত—লোকটা কে হতে

পারে?' টুইটি সবার দিকে আরেকবার তাকায়।

'নিশ্চয় খুব ধনী একজন মানুষ।' উপল বলে।

টুইটি ডিউ আর শান্তনুর দিকে তাকিয়ে বলে, 'তোদের কী মনে হয়?'

'বুঝতে পারছি না।' শান্তনু বলে।

'আমার মনে হয় লোকটার কোনো ছেলে মেয়ে নেই সেই জন্য মেয়ে দুটোকে পেয়ে বাসায় নিয়ে গেছে।' ডিউ প্রশ্নের উত্তর পারার মতো চটপট করে বলল।

'তাও না।' টুইটি মুচকি মুচকি হাসতে থাকে।

'এটাও না ওটাও না,তাহলে কী?' উপল একটু বিরক্ত হয়ে বলে।

টুইটির চোখ আবার ছল ছল করে ওঠে। সে একটু নাক টেনে বলে, 'ওই লোকটাও ছিল একজন গরীব মানুষ, ওনার তিনটা ছেলে মেয়ে ছিল, তারপরও তিনি রাস্তা থেকে মেয়ে দুটোকে নিয়ে নিজের বাড়িতে স্থান দিয়েছেন, তাদেরকে মেয়ে হিসেবে গ্রহণ করেছেন।'

'তাই নাকি!' ডিউ চোখ দুটো বড় বড় করে ফেলে।

'সেদিন পেপারে মেয়ে দুটো আর ওই লোকটাকে দেখে আমি সারাদিন কেঁদেছিলাম। এখনো অনেক ভালো মানুষ আছেন।' টুইটি চোখ দুটো মুছতে মুছতে বলে, 'চল, আমরা এখন আইসক্রিম খাব।'

'টাকা পাবে কোথায়?' অর্ক খুব কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করে।

'আমার কাছে আছে। কাল বৃত্তির টাকা তুলেছিলাম। ব্যাগে এখনো টাকাগুলো রয়ে গেছে।'

'আমাকে একটা কোক খাওয়াবে না?' অর্ক বেশ আনন্দ নিয়ে আবদারের স্বরে বলে।

'তোকে কোক না খাওয়ালে উপায় আছে!' টুইটি আবার অর্কের মাথার চুলগুলো এলোমেলো করে দেয়।

পাঁচজনের জন্য পাঁচটা আইসক্রিম আর অর্কের জন্য আলাদা একটা কোক নিয়ে ওরা সবাই তাল পুকুরের পাশে বাগানটার কাছে এলো।

সবাই আইসক্রিম খাওয়ার পর অর্কের কোকের ক্যানের দিকে তাকিয়ে ডিউ বলল, 'অর্ক, কোকটা তুই একাই খাবি?'

boighar.com

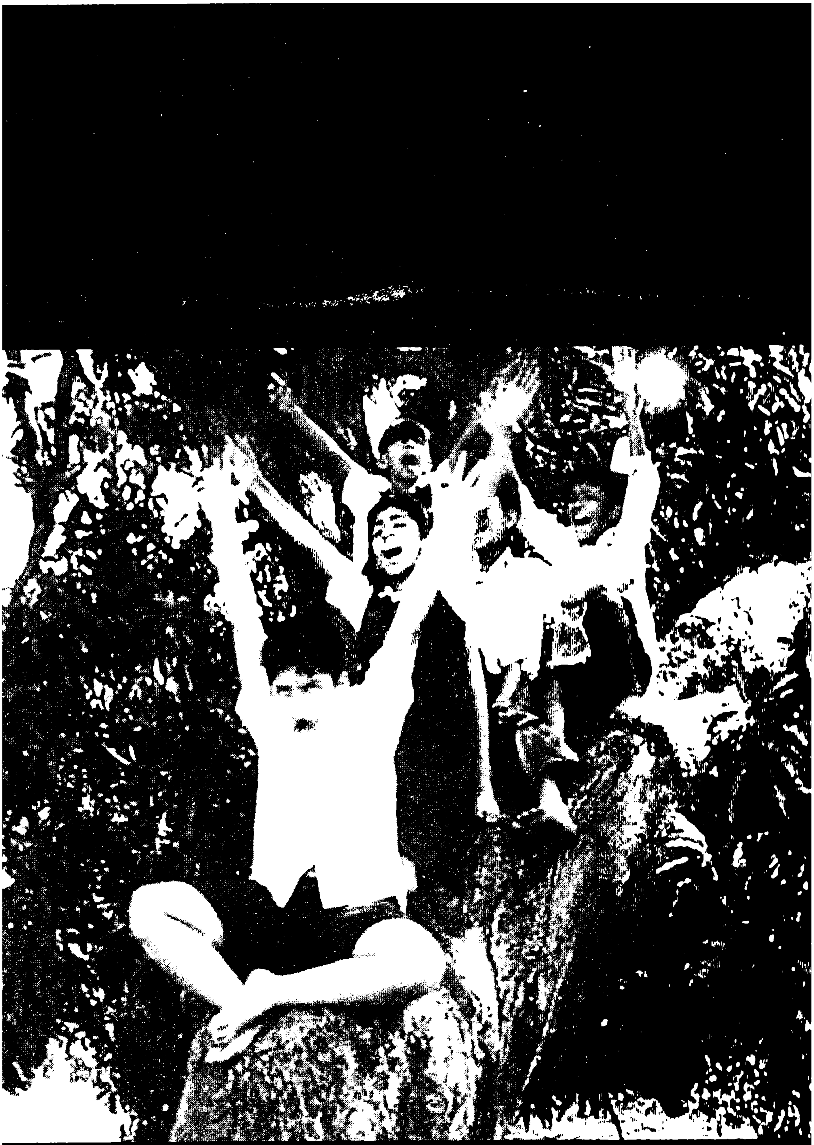

সবাই মিলে গাছে চড়ে আনন্দ করছে
আর চিৎকার করছে

'তুমি খেতে চাও?' অর্ক জিজ্ঞেস করল।

'তুই আমাকে খেতে দিবি?'

'তোমাকে দিলে তো আর সবাইকেও দিতে হবে। তাহলে শেষে তো আমারই হবে না।' অর্ক ভয় ভয় গলায় বলে।

'না, কাউকে দিতে হবে না।' টুইটি অর্কের হাতের ক্যানটা অর্কের মুখের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'নে, তাড়াতাড়ি খেয়ে শেষ কর।' টুইটি সবার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আজ রাতেই আমরা আমাদের অপারেশন ইম্পসিবলটা শেষ করব। তোরা কী বলিস?'

'আমিও তাই ভাবছি।' ডিউ একটু সোজা হয়ে বসে বলে, 'তাহলেই আমরা আমাদের আব্বুদের মুখ বন্ধ করতে পারব আশারাখি।'

'শুধু আব্বুদের মুখ বন্ধ না, আমরা আমাদের নতুন স্যারকেও তাড়াতে পারব।' উপল বলে।

'আচ্ছা, আমরা যে আমাদের নতুন স্যারকে তাড়াতে চাচ্ছি, ব্যাপরটা কি ঠিক হচ্ছে?' টুইটি কথাটা বলে সবার দিকে তাকায়।

'ঠিক হচ্ছে না মানে, অবশ্যই ঠিক হচ্ছে। আগের প্রাইভেট স্যারের কথা মনে নেই তোর?' শান্তনু বেশ রেগে গিয়ে বলে।

'মনে আবার থাকবে না! আমার চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ভেসে আছে দৃশ্যটা—অর্ক একটা অঙ্ক পারেনি। স্যার কেন যেন রেগেছিলেন সেদিন। অর্কের গালে ঠাস করে থাপ্পর মারলেন তিনি। থাপ্পরটা এত জোরে মেরেছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে মেঝের ওপর পড়ে যায় অর্ক। তারপর আর কোনো কথা নেই।'

'আমি যা ভয় পেয়েছিলাম।' উপল ভয় ভয় চোখে বলে, 'আমার মনে হয়েছিল অর্ক মারা গেছে।'

'জানিস, আমারও তাই মনে হয়েছিল!' টুইটিও চোখ বড় বড় করে উপলের দিকে তাকিয়ে বলে।

'আমি প্রথমে ভেবেছিলাম অর্ক মজা করছে। পরে দেখি, আরে ও তো মেঝে থেকে উঠছে না, কাত হয়ে পড়ে আছে সেখানে। আমি তখন কী করব ভেবে পাচ্ছিলাম না।' শান্তনু বলে।

'স্যারও কিন্তু ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন।' টুইটি একটু হেসে হেসে বলে, 'দেখিসনি, অর্ক মেঝেতে পড়ে গিয়ে আর না উঠলে স্যার কেমন কথা

boighar.com

বলতে গিয়ে তোতলাতে থাকেন। পরে তিনি দৌড়ে গিয়ে বাথরুম থেকে পানি এনে অর্কের মাথায় ঢালতে থাকেন। তারপর অর্ক মেঝে থেকে উঠে দাঁড়ায়। খুব খারাপ একটা কাজ করেছিলেন আমাদের আগের প্রাইভেট স্যার।' টুইটি রেগে রেগে বলে।

'সেজন্যই তো আমরা সেই স্যারের কাছে আর পড়তে চাইনি। পরে স্যারকে বাদ দেওয়া হয়।' উপল বলে।

'আচ্ছা—।' টুইটি অর্কের কাঁধে একটা হাত রেখে বলে, 'ওই থাপ্পরের কথা তোর মনে আছে তো?'

'মনে আবার নেই। এখনো মাঝে মাঝে কানে ব্যথা করে আমার।' অর্ক কানে হাত দিয়ে বলে।

www.boighar.com

'ওই স্যার আর এ স্যার তো আলাদা। আমরা আবার একটু ভেবে দেখি এ স্যারের কাছে আমরা পড়ব কিনা।' টুইটি বলে।

'অবশ্যই না। বাসার নিচে কোনো স্যার থাকলে যখন তখন আমাদের পড়তে বসতে হয়, যা ইচ্ছে তাই খেলতে পারি না। মহা এক যন্ত্রণা!' ডিউ বেশ বিরক্ত হয়ে বলে।

'তাহলে ওইটাই রইল—এ স্যারের কাছেও আমরা পড়ব না। আমরা নিজেরাই ভালো মতো লেখাপড়া করে রেজাল্ট ভালো করব। কোনো কিছু অসুবিধা হলে স্কুলের স্যারদের জিজ্ঞেস করব, এই তো?' টুইটি সবার দিকে তাকিয়ে মতামত জানতে চায়।

সবাই হাত তুলে বলল, 'হ্যাঁ।'

'আচ্ছা, রাতে যদি আমাদের কেউ ঘুম থেকে না উঠতে পারে, তাহলে কী হবে?' উপল বলে।'

'ঘুম থেকে উঠতে না পারে মানে কি, সবাইকে উঠতে হবে। কষ্ট করে হলেও উঠতে হবে।' টুইটি বলে।

'আমরা যেন কয়টায় উঠব?' অর্ক জিজ্ঞেস করে।

'ঠিক রাত দুইটায়। আমাদের অপরারেশন ইম্পসিবল শেষ করে আমরা আবার স্যারের রুমে যাব না?' টুইটি কথাটা বলে অর্কের দিকে তাকিয়ে বলে, 'আচ্ছা, তুই ওই কাজটা করেছিস তো?

'তোমরা বলেছ আর আমি তা করব না। খুব সুন্দরভাবে করেছি, দেখে তোমাদের যা হাসি পাবে না।' কথাটা বলে অর্ক নিজেই হাসতে থাকে

অনেকক্ষণ।

'তাই!'

অর্ক একটু উৎসাহ পেয়ে বলে, 'আচ্ছা, একটা কাজ করলে কেমন হয়—।' অর্ক সবার দিকে তাকিয়ে বলে, 'আমাদের সবার বাসায় তো টেলিফোন আছে, রাত দুটায় যে আগে উঠবে সে সবার বাসায় ফোন করে সবাইকে জাগিয়ে দেবে।'

'পণ্ডিত!' টুইটি অর্কের মাথায় একটা চাটি মেরে বলে, 'ফোন বাজলে বুঝি বাসার আর কেউ শুনবে না!'

অর্ক আর কিছু না বলে না। বোকার মতো কথা বলায় মাথা নিচু করে ফেলে সে।

'ওকে, তাহলে ওই কথাই রইল। রাত দুইটার সময় আমরা আমাদের অপারেশন ইম্পসিবলের কাজে ঝাঁপিয়ে পরব।' টুইটি শান্তনুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'চাবিগুলো কার কাছে?'

'আমার কাছে।' ডিউ বলল।

'নাম্বার মিলিয়ে যার যার চাবি তাকে তাকে দিয়ে দে।' টুইটি অর্কের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওই গাধা, তোদের ঘরে অপারেশন ইম্পসিবল শেষ করে বাইরে বের হওয়ার সময় তোকে যে কাজটা করতে দিয়েছিলাম সেটা নিয়ে আসিস কিন্তু।'

মাথা কাত করে অর্ক বলল, 'নিয়ে আসব।'

'ভুলে যাস না যেন।'

'ভুলব না।'

'চল, এখন আমরা কিছুক্ষণ পুকুরপাড়ের আমগাছটায় চড়ে আনন্দ করব আর চিৎকার করে গান করব।'

টুইটির কথা শেষ হওয়ার আগেই সবাই পুকুরপাড়ের আমগাছে চড়ে চিৎকার করে গান গাইতে লাগল। ওদের চিৎকারে আশপাশের সব মানুষ হাসতে লাগল খিল খিল করে।

boighar.com

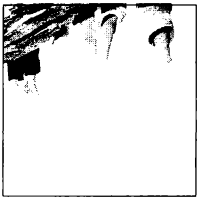

খুব নিঃশব্দে অন্ধকারের ভেতরেই বিছানা থেকে নামল ডিউ। অল্প আলো জ্বলা টেবিল ঘড়িটা হাতে নিয়ে চোখের একেবারে সামনে আনল সে, রাত ঠিক দুটো বাজে।

বালিশের নিচ থেকে চাবিটা নিয়ে আব্বুর ঘরের দিকে এগিয়ে যেতে নিতেই থেমে গেল সে। আব্বুর ঘরে গিয়ে কোনো লাভ নেই, কারণ আলমারির তালা খোলা যায় না এ চাবি দিয়ে। তার কাছে যেহেতু সব চাবি ছিল, আব্বু অফিসে যাওয়ার পর সুয়োগ বুঝে তাই সে তার চাবিটা দিয়ে আলমারিটা খোলার চেষ্টা করেছিল, আলমারিটা খোলেনি। ডিউয়ের হঠাৎ মনে হয়েছিল—চাবি বোধহয় ওলোট-পালট হয়ে গেছে, আম্মু গোসল করার জন্য বাথরুমে ঢুকতেই সবগুলো চাবি দিয়েই সে আবার চেষ্টা করেছিল আলমারিটা খোলার, আলমারিটা তখনো খোলেনি।

বিকেলে সবাইকে চাবি দেওয়ার পর পুকুরপাড়ের আমগাছে খেলে সবাই যখন বাসায় চলে এসেছিল, ডিউ তখন বাজারে গিয়েছিল সেই চাবিওয়ালার কাছে। গিয়ে দেখে চাবিওয়ালা নেই, আজ আসেনি। মন খারাপ করে সেখান থেকে ফিরে এসে সে আবার পুকুরপাড়ের আমগাছে শুয়েছিল অনেকক্ষণ। শুয়ে শুয়ে সে ভেবেছে—কেমন করে আলমারিটা খুলবে সে। শেষে কোনো উপায় না পেয়ে ফিরে এসেছে বাসায়।

অন্ধকারের মাঝে দাঁড়িয়েই ডিউ ভাবল কিছুক্ষণ। তার আবার হঠাৎ মনে হলো—চাবিটা দিয়ে হয়তো তালাটা এখন খোলা যাবে। দুবার কোনো কারণে খোলেনি, এবার খুলবে। এ বিশ্বাসেই সে আব্বুর রুমের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। কিন্তু কয়েক পা এগিয়ে গিয়েই থমকে দাঁড়াল সে। আব্বু জানালা খুলেই ঘুমায়, আজও জানালাটা খোলা, কিন্তু জানালার পাশে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে।

বুকের ভেতরটা ধুক ধুক করতে লাগল ডিউয়ের। এত রাতে কে ওখানে দাঁড়িয়ে। আব্বু কিংবা আম্মুকে একবার ডাকবে নাকি? এটা ভেবেই সে ভাবল—না, আব্বু কিংবা আম্মুকে ডাকা ঠিক হবে না, তাহলে তাদের অপারেশন ইম্পসিবল সফল হবে না।

আবার জানালার দিকে তাকাল ডিউ। এতক্ষণ জানালার কাছটা স্থির ছিল, এখন সেখানটা নড়ছে। শরীরের ভেতর কেমন যেন করে উঠল।

ডিউয়ের হঠাৎ মনে হলো ভূত বলে তো আসলে কিছু নেই, আর দোতালার এই জানালার পাশেও কারো আসাও সম্ভব না, তাহলে ওইটা অন্য কিছু। এটা ভেবেই জানালার দিকে ভালো করে তাকাল সে। কিছুক্ষণ ভালো করে তাকিয়েই সে ফিক করে হেসে ফেলল। জানালার পাশে ওটা আসলে কিছু না, ওটা জানালার পর্দা!

হাসতে হাসতেই আব্বুর ঘরে ঢুকে পড়ল ডিউ। আব্বু ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস নিচ্ছে আর ছাড়ছে। আস্তে আস্তে আলমারির দিকে এগিয়ে যেতে লাগল সে। কিছুদূর যাওয়ার পর একটা কিসের সঙ্গে যেন পা লেগে ঠং ঠং করে শব্দ হলো। সঙ্গে সঙ্গে আব্বু বললেন, 'কে কে?'

আম্মু ঘুমজড়িত গলায় বলল, 'কেউ না, ঘরে যা ইঁদুর হয়েছে না, ইঁদুর বোধহয় কিছু একটা ফেলে দিল।'

www.boighar.com

'ঘুমটা ভেঙ্গে গেল, এখন তো আমার আর ঘুম হবে না।'

'চুপচাপ শুয়ে থাকো, ঘুম এসে যাবে।'

একদম স্থির হয়ে ডিউ দাঁড়িয়ে রইল। মাত্র এক মিনিটের মধ্যে আব্বু ঘুমিয়ে পড়ল আবার। কিন্তু ডিউয়ের আর সাহস হলো না আলমারিটার কাছে যাওয়ার। সে আস্তে আস্তে ড্রইংরুমে এসে তালা খুলে বাইরে বের হয়ে এলো।

বাইরে এসে একতলার সিঁড়ির দিকে তাকিয়েই চমকে উঠল সে। টুইটি, অর্ক, শান্তনু আর উপল দাঁড়িয়ে আছে ওখানে। ওদের দেখে মনে হলো ওরা ওর জন্যই অপেক্ষা করছিল।

ডিউ নিচে নেমে আসতেই টুইটি ওর একটা হাত ধরে ফিসফিস করে বলল, 'খবর কি তোর?'

'আলমারি খুলতে পারিনি, যা অন্ধকার! কিছুই চোখে দেখা যায় না। তার মধ্যে মেঝের ওপর কি যেন একটা ছিল সেটা পায়ের সঙ্গে লেগে ঠং ঠং করে শব্দ হওয়ার পর আব্বু বললেন, কে কে?'

ডিউ একা একা গাছে শুয়ে ভাবছে–
কেমন করে কাজটা করা যায়

'তারপর?'

'তারপর আর কী! ভেবে দেখলাম আজ আর কোনোভাবেই সম্ভব না, তাই বাইরে বের হয়ে এলাম।' ডিউ সবার দিকে তাকিয়ে বলে, 'তোদের খবর কী?'

'আমরাও ব্যর্থ।'

'তাহলে আর দেরি করে লাভ কী—স্যারের ঘরে কাজটা শেষ করি।' ডিউ খুব ব্যস্ততার ভঙ্গিতে বলে।

'ওদিকে তাকিয়ে দেখ।' টুইটি হাত দিয়ে ইশারা করে স্যারের ঘরের দিকে তাকাতে বলল। স্যারের থাকার ঘরের লাইট এখনো জ্বালানো, তার মানে স্যার এখনো জেগে আছে সুতরাং বাইরের পড়ার ঘরে এখন কাজটা করা যাবে না, স্যার ঘুমানোর পর কাজটা করতে হবে।

'স্যার এত রাতে কী করে?' শান্তনু বেশ বিরক্ত হয়ে বলে।

'কী জানি!' উপলও বিরক্ত হয়ে বলে।

'স্যার বোধহয় লেখাপড়া করছে।' টুইটি বলে।

অর্ক একটু গম্ভীর হয়ে বলে, 'স্যাররা কি লেখপড়া করে নাকি?'

'আমাদের এ স্যার করে, কারণ স্যার আমাদের কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না তো!' কথাটা বলেই ফিকফিক করে হেসে ফেলে টুইটি। একটু থেমে ও আবার বলে, 'চল, এভাবে এখানে দাঁড়িয়ে না থেকে গ্যারেজের পাশে বসে আমরা গল্প করি। আস্তে আস্তে গল্প করব আমরা, যাতে কেউ টের না পায়। স্যার লাইট নিভিয়ে শুয়ে পড়লেই আমরা আমাদের কাজটা সেরে আসব।'

গ্যারেজের পাশে বসেই ডিউ বলল, 'আমি একটা গল্প বলব।'

শান্তনু বলল, 'মজার তো?'

'খুব মজার।'

টুইটি একটু সোজা হয়ে বসে বলল, 'তাহলে শুরু কর। দেখিস বেশি জোরে বলিস না কিন্তু, তাহলে কারো কানে শব্দ চলে যেতে পারে।'

ডিউ সবার দিকে একবার তাকিয়ে বলল, 'জন আর ম্যাক নামে দুই ভাই, ওরা যমজ। ওদের বয়স দশ। দুজনই মহা দুষ্টু। সবসময় তারা একটা না একটা ঝামেলা করেই থাকে। এ নিয়ে আশপাশের সবাই বেশ বিরক্ত। ওদের বাবা-মায়ের কাছে প্রায় প্রতিদিন কমপ্লেইন আসে অনেক।

boighar.com

প্রতিবেশীদের একজন ওদের বাবা-মাকে খবর দিল, পাশের গ্রামে নাকি একটা ভালো মানুষ এসেছেন, তিনি খুব অল্প সময়ে দুষ্ট ছেলেদের ভালো করতে পারেন।

ওদের মা এই কথা শুনেই চলে গেলেন ওই ভালো মানুষটির কাছে। তার দু ছেলের সমস্যার কথা বললেন। শুনে ভালো মানুষটি বললেন, 'ঠিক আছে, স্রষ্টার ভয় দেখিয়ে আমি ওদের ঠিক করে দেব, আপনি ওদের একজনকে আগে পাঠিয়ে দিন।' www.boighar.com

পরের দিন ম্যাককে ভালো মানুষটির কাছে পাঠিয়ে দিলেন মা। ভালো মানুষটি ম্যাককে বললেন, 'তোমার নাম কি?'

'জি, ম্যাক।'

ভালো মানুষটি গম্ভীর হয়ে বললেন, 'ম্যাক, তুমি কি জানো, ঈশ্বর কোথায় থাকেন?'

ম্যাক ভয় পেয়ে গেল, কোনো কিছু বলল না সে।

ভালো মানুষটি আবার বললেন, 'কী ব্যাপার বললে না, ঈশ্বর কোথায় থাকেন?'

কিছু একটা বলার চেষ্টা করল ম্যাক, কিন্তু গলা দিয়ে তেমন কোনো শব্দ বের হলো না ওর। হঠাৎ ভালো মানুষটি কিছু বুঝে ওঠার আগেই ম্যাক সোজা দৌড়ে তাদের বাড়িতে চলে আসল। তারপর ঘরের দরজা বন্ধ করে হাঁপাতে থাকল অনেকক্ষণ। এটা দেখে জন বলল, 'কিরে, কী হয়েছে তোর?'

ম্যাক কান্না কান্না গলায় বলল, 'জন, এবার বোধহয় আমরা সত্যি সত্যি ঝামেলায় পড়তে যাচ্ছি। কারণ ঈশ্বরকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, আর সবাই ভাবছে ঈশ্বরকে নাকি আমরা লুকিয়ে রেখেছি!'

ডিউ গল্পটা শেষ করতেই টুইটি ফিক করে হেসে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে অর্ক টুইটির মুখ চেপে ধরে চোখ বড় বড় করে বলল, 'আস্তে আপু, কেউ শুনতে পাবে তো!'

ডিউ সবার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কেমন লাগল আমার গল্পটা?'

উপল বলল, 'দারুণ।'

শান্তনু বলল, 'আমি একটা গল্প বলব।'

'বল।' টুইটি একটু হেসে হেসে শান্তনুর দিকে তাকিয়ে বলল,

'ডিউয়েরটার চেয়েও যেন মজা হয়।'

'এক বাবা তার প্রমোশনের ধান্দায় বাসায় দাওয়াত করেছে তার বসকে। রান্নাঘরে সবাই খাবার তৈরিতে ব্যস্ত। খাবার তৈরির ফাঁকে ফাঁকে বিভিন্ন কথা হচ্ছে। রান্না শেষ হওয়ার পর ডাইনিং টেবিলে খাবার দেওয়া হলো। তারপর বস খাওয়া শুরু করলেন।

বস খেতে খেতে খেয়াল করলেন, এ বাসার পিচ্চি ছেলেটা খুব মনোযাগ দিয়ে তার খাওয়া দেখছে। তিনি পিচ্চি ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী খোকা, কী দেখছ?'

'দেখছি—।' পিচ্চিটা বাবার বসের দিকে আরো ভালো করে তাকিয়ে বলল, 'রান্নাঘরে বাবা মাকে যা বলল তা সত্যি কিনা।'

বস খুব আগ্রহ নিয়ে পিচ্চিটাকে বললেন, 'তোমার বাবা তোমার মাকে কী বলেছেন?'

'বললেন, আপনি নাকি খাওয়ার সময় হাসের মতো কপ কপ করে গিলতে পারেন!'

সবাই একসঙ্গে হেসে উঠল। কিন্তু সাবধানতা অবলম্বন করার জন্য কোনো শব্দ হলো না। অর্ক হঠাৎ স্যারের রুমের দিকে তাকিয়ে বলল, 'স্যারের ঘরে তো এখন লাইট জ্বলছে না, স্যার বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছেন।'

সঙ্গে সঙ্গে টুইটি বলল, 'হ্যাঁ, স্যার ঘুমিয়ে পড়েছেন। চল, এখনই স্যারের ঘরে যাই, কাজটা সেরে আসি দ্রুত।'

একসঙ্গে লাফিয়ে উঠল সবাই আনন্দে।

boighar.com

আব্বু-আম্মুর চিৎকারে ঘুম ভেঙে গেল টুইটির। রাতে স্যারের ঘরের কাজটা করে আসার পর সহজে আর ঘুম আসছিল না, ভোরের দিকে ঘুমিয়েছে সে। মাথাটা তাই একটু একটু ব্যথা করছে। আলতো করে চোখ মেলে দেখে আব্বু-আম্মু তার দিকে তাকিয়ে আছে।

টুইটি বিছানার ওপর উঠে বসে ঘুমজড়িত গলায় বলল, 'কী হয়েছে আম্মু?'

'তোদের স্যার তোদের যে ঘরে পড়ান, সেই ঘরের দরজার সঙ্গে কে যেন তার একটা ছবি এঁকে টাঙ্গিয়ে রেখেছে।' আম্মু কথাটা বলে টুইটির পাশে বসেন।

'ছবি এঁকেছে!' টুইটি একটু অবাক হওয়ার ভান করে বলে, 'কখন লাগিয়েছে ছবিটা?'

'সেটাই তো কেউ বলতে পারে না।' আম্মু চোখ দুটো একটু বড় বড় করে বলে, 'তোদের স্যার নাকি রাত আড়াইটা পর্যন্ত নিজের কীসব লেখাপড়া শেষ করে ঘুমাতে গেছেন। তার আগে একবার তিনি বাইরের ঘরটায় ঘুরে গিয়েছেন। তখন পর্যন্ত নাকি ছবি টাঙ্গানো ছিল না দরজায়। সকালে ঘুম থেকে উঠেই দেখেন তার ছবিটা। কিন্তু ছবিটা ঠিক ছবির মতো না, ছবিটা ভূতের মতো করে আঁকা। নিচে আবার লেখা—শ্যাওড়া গাছের ভূত তুই শ্যাওড়া গাছে যা, এখান থেকে যা, এখান থেকে ভাগ।'

'বলো কি তুমি! কে করল এই বাজে কাজটা।'www.boighar.com

'সেটাই তো বুঝতে পারছি না।' আম্মু একটু তাড়া দিয়ে বলেন, 'ওঠ ওঠ, হাত মুখ ধুয়ে নে। তোর স্যার নাকি তোদের কি বলবেন। আমাদেরকেও থাকতে বলেছেন।'

'স্যার আবার কী বলবেন আমাদের!' টুইটি একটু বিরক্তি নিয়ে বলে,

'ডিউ, অর্ক, শান্তনু, উপল জানে ব্যাপারটা?'

'সম্ভবত জানে। ওদেরকেও তো ডাকা হয়েছে। ওদের আব্বু-আম্মু যাবে।' টুইটির আম্মু টুইটির দিকে একটু ভালো করে তাকিয়ে বললেন, 'আচ্ছা, কাজটা কে করতে পারে বল তো?'

'আমি কী জানি।' টুইটি মায়ের কথাটা একটুও পাত্তা না দিয়ে বলে, 'কোনো চোর-টোর হয়তো কাজটা করে গেছে।'

'চোর এই কাজ করতে যাবে কেন!' আম্মু একটু শব্দ করে বলেন, 'চোররা তো আসবে চুরি করতে, তারা কাউকে ব্যঙ্গ করে ছবি এঁকে কারো দরজা লাগিয়ে যাবে নাকি!'

'আজকাল কতরকম চোর আছে না।'

'যত রকম চোরই থাক, এ রকম কোনো চোর পাওয়া যাবে না, যে কিনা গভীর রাতে কারো ঘরে এসে কিছু না চুরি করে কেবল ছবি লাগিয়ে চলে যায়।' মা বিছানা থেকে উঠতে উঠতে বলেন, 'চল চল, নিচে তোর স্যারের রুমে যেতে হবে।' আম্মু ঘর থেকে বের হতে নিতেই আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে বলেন, 'তোদের তো আজ ছুটির দিন। তোদের মনে আছে তো প্রতি বছর এরকম ছুটির দিনে তোদের নিয়ে আমরা পিকনিকে যাই? আজও তো আমরা পিকনিকে যাচ্ছি।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে থাকবে না কেন। যদিও এটাকে পিকনিক বলা চলে না, অর্ক, ডিউ,শান্তনু, উপল আর আমরা মিলে কোথাও বেড়াতে যাওয়া আরকি। সঙ্গে আমাদের দু-একজন আত্মীয় থাকে, ঠিক পিকনিক না ছোট খাটো পিকনিক।' টুইটি বাথরুমে ঢুকতে ঢুকতে বলে, 'ঠিক আছে তুমি যাও, আমি ফ্রেশ হয়ে আসছি।'

টুইটির আম্মু টুইটির ঘর থেকে চলে গেলেন আর টুইটি ঢুকল বাথরুমে। দশ বারো দিন আগেই ঠিক করা হয়েছে আজ সবাই মিলে কোথাও বেড়াতে যাবে। প্রতি বছর পিকনিকে যাওয়ার আগে কত আনন্দ করে, কিন্তু এবার একেবারেই ভুলে গেল। দাঁত ব্রাশ করতে করতে আয়নার দিকে তাকিয়ে টুইটি ভাবে, হ্যাঁ, এবার তো ভুলে যাওয়ারই কথা। অপারেশন ইম্পসিবল নিয়ে তারা এত ব্যস্ত ছিল কিংবা এখনো আছে, পিকনিকের কথা ভুলেই গেছে তারা।

দাঁত ব্রাশ আর আয়নার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে টুইটির মাথায়

boighar.com

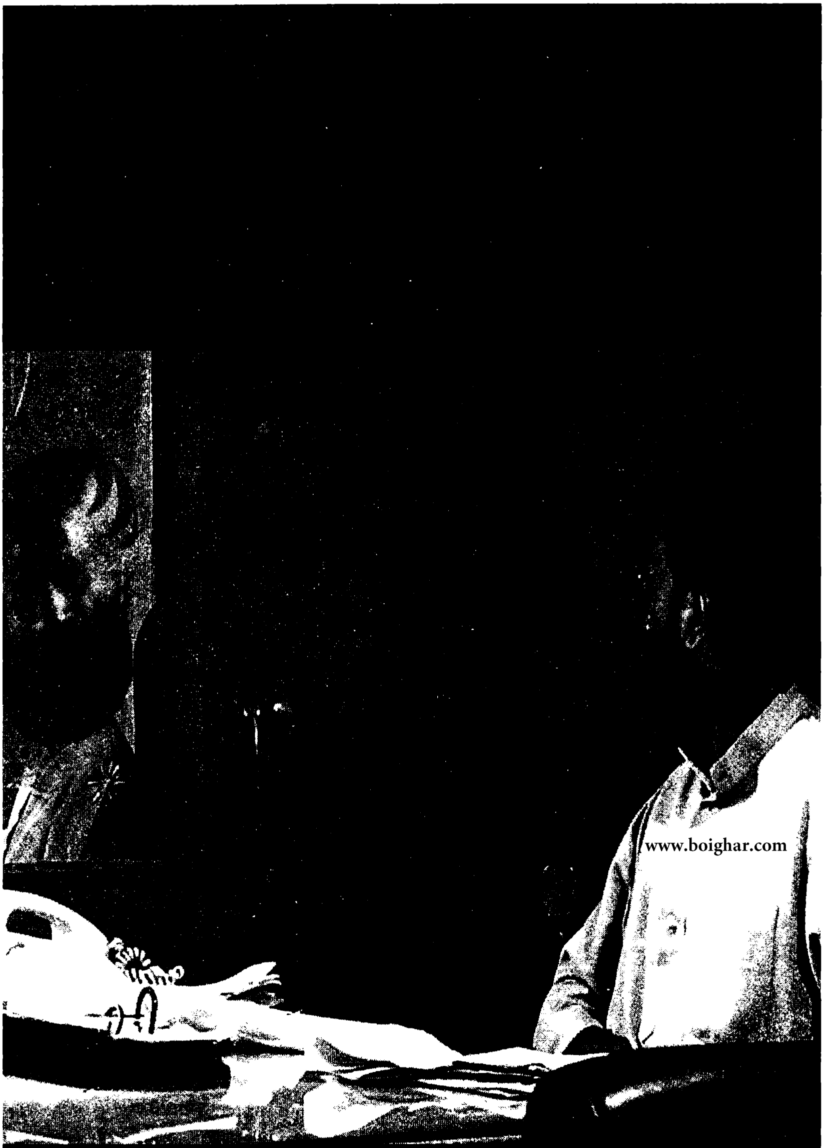
www.boighar.com

প্রাইভেট স্যারের একটা ছবি ভূতের মতো করে এঁকে
ওরা টাঙ্গিয়ে দিয়েছে রুমে

একটা বুদ্ধি এসে গেল, ভয়ঙ্কর বুদ্ধি। বুদ্ধিটা কাজে লাগাতে পারলেই তাদের অপারেশন ইম্পসিবল সফল হবে। এবং বুদ্ধিটা আজই কাজে লাগাতে হবে।

বুদ্ধিটা মাথায় আসতেই মনটা আনন্দে ভরে যায় টুইটির। এখনই বুদ্ধিটার কথা ডিউ, শান্তনু, উপল আর অর্ককে জানানো দরকার। মনটা আনন্দে লাফাচ্ছে।

ফ্রেশ হয়ে বাইরে আসতেই আব্বু-আম্মুকে সঙ্গে নিয়ে নেচে নেমে এলো টুইটি। স্যারের ঘরে সবাই এসে বসে আছে। ডিউরা যেদিকে বসে আছে টুইটি সেদিকে গিয়ে বসল, আর ওর আব্বু-আম্মু বসলেন ডিউদের আব্বু-আম্মুর সঙ্গে। প্রাইভেট স্যার অবাক আর রাগী চোখে এখনো দরজায় টাঙ্গানো ছবিটার দিকে তাকিয়ে আছে।

ডিউয়ের আব্বু প্রাইভেট স্যারকে বললেন, 'আপনি কী যেন বলবেন আমাদের। আজ আমাদের একটা পিকনিক আছে, আপনার কথা শোনার পর আমরা আজ সেই পিকনিকে অ্যাটেন্ড করব।'

স্যার ছবি থেকে চোখ সরিয়ে এনে সবার দিকে না তাকিয়ে মাথা নিচু করে রইলেন। সবাই স্যারের দিকে তাকিয়ে আছে। টুইটি এই ফাঁকে অর্ক, ডিউ, শান্তনু আর উপলকে ফিসফিস করে বলল, 'অসম্ভব একটা ভালো বুদ্ধি এসেছে আমার মাথায়। আমার মনে হচ্ছে আমরা আজকেই আমাদের অপারশেন ইম্পসিবল সফল করতে পারব।'

অর্ক একটু উত্তেজনা নিয়ে টুইটির দিকে তাকিয়ে বলল, 'বুদ্ধিটার কথাটা কি এখনই বলবে?'

'এখন না। পিকনিকে যাওয়ার সময় বলব।'

স্যার খুক করে একটু কেশে সবার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ছবি টাঙ্গানো নিয়ে আমার কোনো দুঃখ নেই, আমি শুধু জানতে চাই এ ছবিটা কে এঁকে এখানে টাঙ্গিয়ে রাখল।'

'আপনার কি কাউকে সন্দেহ হয়?' উপলের আব্বু বলেন।

স্যার ডিউয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ডিউ, তুমি কী জানো—কে এই কাজটা করতে পারে?

ডিউ অবাক হয়ে বলে, 'আমি কীভাবে জানব স্যার?'

'টুইটি তুমি?' স্যার টুইটিকে জিজ্ঞেস করেন।

boighar.com

'আমি!' টুইটি যেন আকাশ থেকে পড়ে, এমন ভঙ্গিতে চোখ দুটো বড় বড় করে বলে, 'আমার কোনো ধারনাই নাই এভাবে ছবি এঁকে টাঙ্গানো যায় ছবিটা।'

স্যার অর্কের দিকে তাকান। বেশ কিছুক্ষণ সেভাবে তাকিয়ে থেকে আস্তে আস্তে অর্ককে বলেন, 'অর্ক, আমি জানি তুমি বেশ ভালো ছবি আঁকতে পারো। বলো তো, এই ছবিটা তুমি এঁকেছ কিনা?'

অর্ক স্যারের দিক থেকে চোখ সরিয়ে ছবিটার দিকে ভালো করে তাকিয়ে বলে, 'আমি জানি না কে এই ছবিটা এঁকেছে। তবে যে এঁকেছে সে খুব বেশি ভালো আঁকেনি। স্যার, আপনার চেহারা মধ্যে একটা চোর চোর ভাব আছে, এ ছবির ভেতর সে চোর চোর ভাবটা আসেনি, এসেছে ভূতের ভাব। যদিও আপনার চেহারার সঙ্গে ভূতের চেহারার কোথায় যেন একটা মিলও খুঁজে পাওয়া যায়।'

স্যার খুক করে একটু কেশে বলেন, 'ছবির প্রসঙ্গ থাক। আমি আসলে যে কথাটা বলার জন্য ডেকেছি তা হলো আমি আর এখানে থাকছি না। আজই অমি চলে যেতে চাচ্ছি।'

'এটা কী বললেন স্যার আপনি!' টুইটি যেন এখনই কেঁদে ফেলবে এমন ভঙ্গিতে বলল, 'আমরা তাহলে কার কাছে পড়ব, স্যার?'

ডিউ সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'আপনি আমাদের যা ভালোবাসতেন, আপনি চলে গেলে আমরা সেই ভালোবাসা হারাব।' ডিউয়ের গলাও কেমন করুণ শোনায়।

'আপনি যদিও অনেক কিছু পারতেন না, আমাদের অনেক প্রশ্নের জবাব দিতে পারতেন না, তবু আপনি অনেক ভালো স্যার ছিলেন আমাদের কাছে।' উপল কথাটা বলেই কান্না আড়াল করার মতো অন্যদিকে তাকায়।

স্যার আর কিছু বলেন না, কাউকে বলারও সুযোগ দেন না আর। দ্রুত তার ব্যাগটা হাতে নিয়ে বের হয়ে যান ঘর থেকে। তাকে ঠেকানোর জন্য সবার আব্বু-আম্মুও ঘর থেকে বের হয়ে যান। সঙ্গে সঙ্গে টুইটি, ডিউ, অর্ক, শান্তনু আর উপল একে অপরের দিকে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসতে থাকে আর ক্রিকেটে উইকেট নেওয়ার পর হাতের সঙ্গে হাত মেলানোর মতো হাত মেলাতে থাকে।

দুটো মাইক্রোবাস রাখা হয়েছে বাসার সামনে। সামনেরটাতে সবার আম্মুরা উঠে বসে আছেন। পেছনেরটাতে বসবে কেবল ছোটরা। যদিও আব্বুরা রাজী ছিল না প্রথমে, অনেক কৌশল করে রাজী করানো হয়েছে তাদের।

সবাইকে মাইক্রোবাসে তুলে দিয়ে আব্বুরা আম্মুদের সঙ্গে সামনের মাইক্রোতে উঠলেন। তার আগে উপলের আব্বু টুইটিদের মাইক্রোর সামনে এসে বললেন, 'তোমাদের কি কিছু লাগবে?'

টুইটি বলল, 'না, আঙ্কেল।' www.boighar.com

'দেখো, তোমরা যেন কোনো দুষ্টমি করো না, কোনো রকম প্রবলেমের সৃষ্টি করো না, তাহলে রাগ করব কিন্তু আমরা। আমাদের যেতে প্রায় দু ঘণ্টা লাগবে। তোমাদের তো মোবাইল নেই, আমি একটু পর পর ড্রাইভার সাহেবের মোবাইলে ফোন দেব, তোমাদের সঙ্গে কথা বলতে চাইব, তোমরা আমার সঙ্গে কথা বলবে।' বলেই উপলের আব্বু চলে যান।

মাইক্রোর দরজাটা বন্ধ করতেই টুইটি মাইক্রোর ড্রাইভারকে বলল, 'ড্রাইভার আঙ্কেল, আপনার সঙ্গে আমাদের যেভাবে কথা হয়েছে সেভাবে কাজ করুন, দ্রুত করুন।'

টুইটির কথা শুনে ড্রাইভার সাহেব গাড়ি স্টার্ট দেওয়ার আগে মোবাইলটা বন্ধ করে দিল তার। সঙ্গে সঙ্গে টুইটিরা নিজেদের মধ্যে কথা বলে নিল চোখের ইশারায়।

মাইক্রোবাসটা অনেক দূর চলে এসেছে। প্রায় আধা ঘণ্টা আসার পর

boighar.com

টুইটি বলল, 'আঙ্কেল, গাড়িটা ঘুরিয়ে দিন।'

ড্রাইভার সাহেব আরো একটু এগিয়ে গিয়ে সামনের মোড় দিয়ে ঘুরিয়ে দিলেন গাড়িটা।

কিছুটা চিৎকার করে উপলের আব্বু বললেন, 'পেছনে উপলদের মাইক্রোবাসটা তো দেখছি না। ড্রাইভারের মোবাইল ফোনটাও বন্ধ পাচ্ছি।'

সবাই একসঙ্গে পেছনের দিকে তাকালেন। না, সত্যি সত্যি তাদের এ মাইক্রোবাসটার পেছনে পেছনে আসা উপলদের মাইক্রোবাসটা দেখা যাচ্ছে না।

ডিউয়ের আম্মু শব্দ করে কেঁদে ওঠার মতো করে বললেন, 'ওদের কি হলো, ড্রাইভার নিশ্চয় ছেলে ধরা, ওদের নিয়ে পালিয়েছে।'

ডিউয়ের আম্মুর সঙ্গে সঙ্গে প্রথমে অর্কের আম্মু, তারপর সবার আম্মুই একসঙ্গে কাঁদতে লাগলেন।

শান্তনু আব্বু বললেন, 'এই ড্রাইভার সাহেব, তাড়াতাড়ি গাড়ি ঘুরান। আমাদের আগে থানায় যেতে হবে, পুলিশকে ইনফর্ম করতে হবে।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, আমাদের আগে থানায় যেতে হবে।' উপলের আব্বু উত্তেজনা নিয়ে বললেন, 'সামনেই একটা থানা আছে।'

ডিউয়ের আব্বু প্রেশারের রোগী, প্রচণ্ড ঘামছেন তিনি। একনাগারে ফোন করে যাচ্ছেন তিনি পরিচিত সবাইকে। www.boighar.com

ড্রাইভার সাহেব গাড়ি ঘোরালেন। কিছুদুর আসার পর থানার সামনে এসে মাইক্রোটা থামল। সবাই দ্রুত মাইক্রো থেকে নেমে থানার ভেতর বড় পুলিশ অফিসারের রুমে ঢুকলেন।

বাসার একটু ফাঁকে মাইক্রোবাসটা থামাতে বলল টুইটি। ড্রাইভার সাহেব মাইক্রোবাসটা থামাতেই ওরা নেমে এলো মাইক্রো থেকে। টুইটি ঠোঁটে আঙুল ঠেকিয়ে সবাইকে সাবধান এবং চুপচাপভাবে কাজ করতে বলে আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল বাসার দিকে।।

সমস্ত বিল্ডিংটা আজ ফাঁকা। স্কুল-কলেজ ছুটি, অফিস-আদালত ছুটি, সবাই বেড়াতে গেছে আজ বাইরে।

বিল্ডিংয়ের গেটের কাছে এসে শান্তনু বলল, 'গেট তো বন্ধ দেখছি। দারোয়ান চাচাকেও তো দেখছি না।'

'বোধহয় কোনো কাজে-টাজে গেছেন। আমাদের তো কোনো অসুবিধা নাই, বাইরের গেটের চাবি তো আমাদের সবার কাছেই আছে।' টুইটি কথাটা বলে ওর ছোট্ট ব্যাগ থেকে চাবিটা বের করে প্রায় নিঃশব্দে গেটটা খুলে ফেলল।

বিল্ডিংয়ের ভেতর ঢুকে পড়ল ওরা। তারপর যে যার বাসার দিকে চলে গেল অপারেশন ইম্পসিবল সফল করার জন্য।

ডিউ ওর পকেট থেকে চাবিটা বের করে বাসার বাইরের দরজাটা খুলতে নিতেই দেখে—দরজাটা একটু ফাঁক হয়ে আছে। ও আস্তে করে হাত দিয়ে ঠেলা দিল দরজাটা। ওটা আরো খুলে গেল। কপালটা কুঁচকে ফেলল ডিউ। আব্বু-আম্মু কি তাহলে দরজা বন্ধ না করেই বাসা থেকে বের হয়েছে? কিন্তু সেটা তো করার কথা না! তাহলে?'

কোনো রকম শব্দ না করে দরজাটা আরো একটু ফাঁক করে ভেতরে ঢুকল ডিউ। পা টিপে টিপে এগুতে লাগল সে। ডইংরুমের দরজার কাছে এসেই একটা শব্দ শুনল। সম্ভবত ফ্রিজ খোলার শব্দ । একটু থমকে দাঁড়াল ডিউ। কিছুক্ষণ পর কান দুটো খাড়া করে আবার এগুতে লাগল সে।

boighar.com

ডাইনিং রুমের বেসিনের উপরের আয়না দিয়ে অন্যপাশে তাকালো সে। কাউকে দেখতে পেল না। www.boighar.com

আরো বেশি সাবধানতা অবলম্বন করে এগুতে লাগল ডিউ। তার রুমের জানালার সামনে দাঁড়িয়ে হঠাৎ সে দেখতে পেল, একটা লোক তার জমানো কয়েনগুলো টেবিলে ওপর ঢেলে মনোযোগ দিয়ে গুনছে। আস্তে করে সরে এলো সে। আব্বুর ঘরে দরজার ফাঁক দিয়ে তাকালো আবার। চমকে উঠল সে এবার আরো বেশি। দুটো লোক প্লেটে করে খাবার খাচ্ছে আর আব্বুর ঘরের টেলিভিশনটা ছেড়ে আরাম করে দেখছে।

যত দ্রুত সম্ভব বাসা থেকে বের হয়ে এলো ডিউ। তারপর দরজাটা চাপিয়ে তালা লাগিয়ে বন্ধ করে দিল সেটা। লোক তিনটা আপাতত বন্দী। কিছুটা ফূর্তি, কিছুটা ভয় নিয়ে সে দ্রত টুইটিদের বাসায় গিয়ে বলল, 'ভয়ঙ্কর একটা কাণ্ড ঘটে গেছে টুইটি।'

টুইটি ডিউয়ের হাঁপানো দেখে চোখ বড় বড় করে বলল, 'কী হয়েছে বল?'

'আমাদের বাসায় তিনটা মানুষ ঢুকেছে।'

'মানুষ ঢুকেছে মানে!' টুইটি একটু শব্দ করে বলেই গলাটা নিচু করে বলল, 'মানুষ ঢুকেছে মানে কী?'

'আমি চুপি চুপি রুমে ঢুকে প্রথমে দেখি একটা লোক আমার পড়ার টেবিলে বসে আমার জমানো কয়েনগুলো গুনছে, একটু পর দেখি দুটো লোক আব্বুর রুমে বসে খাচ্ছে আর টিভি দেখছে।'

'তারা তোকে দেখিনি তো!'

'তারা আমাকে দেখার আগেই আমি রুমের বাইরে চলে এসেছি।'

'বাইরে থেকে দরজায় তালা লাগিয়ে দিয়েছিস তো!'

'হ্যাঁ দিয়েছি।'

'গুড।' টুইটি ওর হাতের কয়েকটা কাগজ ডিউকে দেখিয়ে বলল, 'তুই বোধহয় পারিসনি, আমি আমার অপারেশন ইম্পসিবল সফল করেছি। এসব এখন থাক, খুব দ্রুত অর্ক, শান্তনু আর উপলকে জানানো দরকার ঘটনাটা। তারপর দারোয়ান চাচার খোঁজ করতে হবে।'

ঘটনাটা শুনেই সবাই চোখ বড় বড় করে ফেলল। শান্তনু একটু এগিয়ে এসে বলল, 'বলিস কি! দিনে-দুপুরে বাসায় চুরি করতে এসেছে।'

উপল বেশ রেগে গিয়ে বলল, 'চল, আমরা সবাই গিয়ে চোর তিনটিকে পিটাতে থাকি।'

'আমরা ছোট মানুষ, আমরা কি পারব?' টুইটি সবার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আগে দারোয়ান চাচাকে খুঁজে বের করা দরকার।'

'আমরা সবাই কিন্তু অপাবেশন ইম্পসিবল সফল করেছি, কিন্তু ওই চোর তিনটা ডিউকে সফল হতে দেয়নি।' উপল আরো রেগে গিয়ে বলল, 'ওই শয়তানদের অনেক শাস্তি দিতে হবে।'

'আমার কেন যেন ভয় ভয় করছে।' অর্ক কাঁদো কাঁদো স্বরে বলে।

'না, কোনো ভয় নেই।' টুইটি অর্কের কাঁধে হাত রেখে বলে, 'দারোয়ান চাচাকে কোথায় পাই বলতো?'

'আচ্ছা, একটা কাজ করলে কেমন হয়—আমরা বিল্ডিংয়ের বাইরে গিয়ে মানুষ ডেকে এনে চোর তিনটাকে ধরিয়ে দিলাম।' ডিউ খুব আগ্রহ নিয়ে বলে।

'আমরা তা করতে পারি, কিন্তু আপাতত তা করব না। কারণ এটা করতে গেলে আমরা যে উদ্দেশ্যে অপারেশন ইম্পসিবল হাতে নিয়েছিলাম, তার সবকিছু ঠিকঠাক মতো হবে না।' টুইটি একটু থেমে বলে, 'চল, তার আগে আমরা দারোয়ান চাচাকে খুঁজে বের করি।'

'হ্যাঁ, আগে সেটাই করা উচিত।' শান্তনু সবার দিকে তাকিয়ে বলল, 'চল, আগে ছাদটা দেখে আসি তো।'

ছাদে এসে ওরা দেখে কেউ নেই ছাদে। ওরা ছাদের এদিক ওদিক ঘুরে দেখল, না কোথাও কেউ নেই। হতাশ হয়ে ওরা যখন ছাদ থেকে নামার জন্য ছাদের গেটের কাছে এসেছে সঙ্গে সঙ্গে কার যেন গোঙ্গানির শব্দ শুনতে পেল ওরা। থমকে দাঁড়াল ওরা। টুইটি ফিসফিস কের বলল, 'কিছু শুনতে পেয়েছিস তোরা?' www.boighar.com

সবাই একসঙ্গে মাথা উঁচু নিচু করল।

'কোথা থেকে শব্দটা এসেছে বল তো?'

ডিউ হঠাৎ রড বেয়ে পানির ট্যাংকির উপরে উঠে তাকিয়ে বড় বড় করে ফেলে চোখ দুটো। তারপর সবাইকে ইশারা করে বুঝিয়ে দেয় দারোয়ান চাচা এখানে আছে। দ্রুত ডিউ ট্যাংকির ছাদে উঠে দেখে, হাত, মুখ, পা রেধে এখানে ফেলে রাখা হয়েছে দারোয়ান চাচাকে।

boighar.com

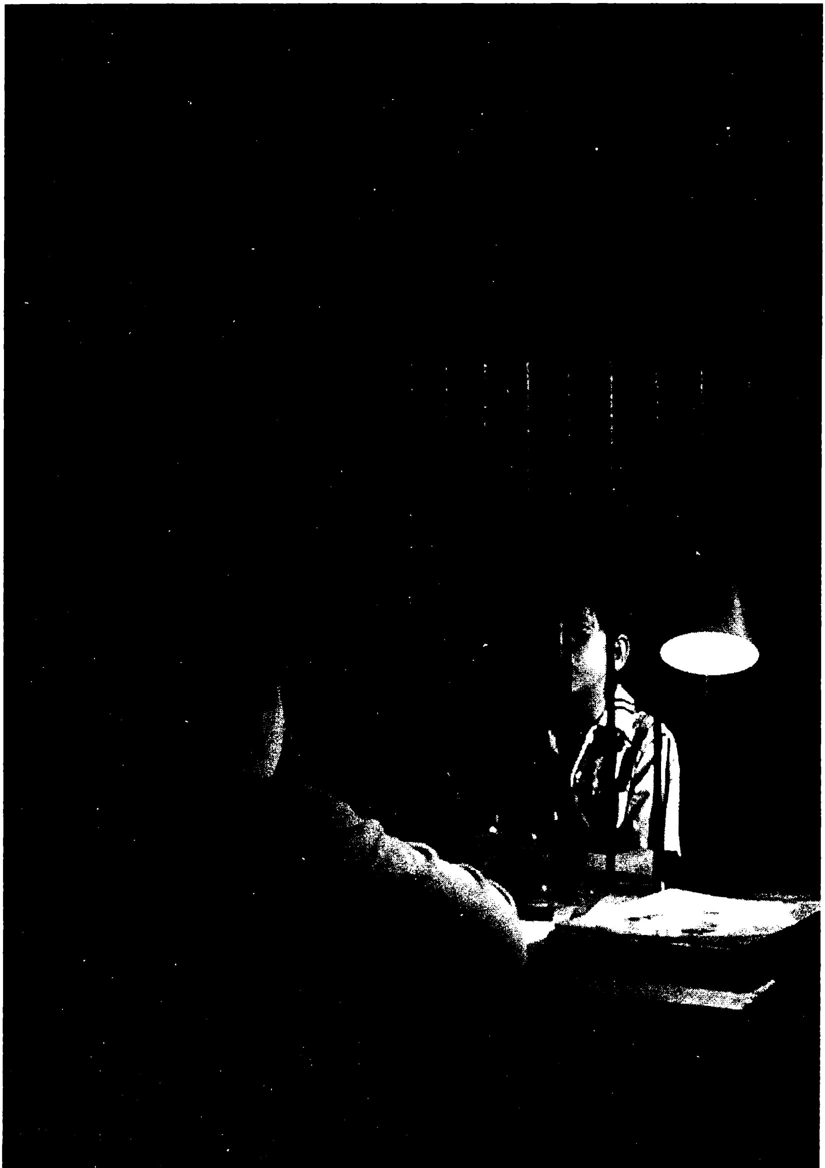

বাসায় ঢুকেই ডিউ দেখে একটা মানুষ বসে আছে
তার পড়ার টেবিলে

ডিউ ট্যাংকির ছাদে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে শান্তনু আর উপলও উঠল সেখানে। কেবল অর্ক আর টুইটি নিচে রয়ে গেল। দ্রুত দারোয়ান চাচার হাত, মুখ, পা খুলে ট্যাংকি থেকে নিচে নামিয়ে আনল ওরা।

টুইটি দ্রুত দারোয়ান চাচার একটা হাত চেপে ধরে বলল, 'এসব কীভাবে হলো চাচা?'

'বাসায় ডাকাত পড়েছে।' দারোয়ান চাচা হাঁপাতে হাঁপাতে বলেন।

'আমরা জানি। ডিউদের বাসায় আছে এখন ওই বদমাসগুলো। আমরা বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে দিয়ে রেখে এসেছি।'

'খুব ভালো করেছ। আগে চলো, নিচের গেটের কাছে যাই। ওই গেটটা ভালো করে লাগাতে হবে, ডবল তালা দিয়ে লাগাতে হবে, যাতে কোনোভাবেই শয়তানগুলো পালাতে না পারে।'

নিচের গেটে নেমে এসেই চমকে উঠল ওরা। সবার আব্বু-আম্মু চলে এসেছেন। সবার চেহারা উদ্বিগ্ন এবং কালো হয়ে আছে। হঠাৎ উপলের আব্বু ওদের দেখে চিৎকার করে বললেন, 'ওই যে, ওরা তো এখানে।' তারপর দ্রুত দৌড়ে এসে গেটের দরজাটা খুলে বললেন, 'এটা কী রকমের দুষ্টমি, তোমরা আমাদের রেখে পালিয়ে এসেছ। আর আমরা তোমাদের খুঁজে খুঁজে পাগল হওয়ার অবস্থা। পুলিশকে খবর দিয়েছি আমরা, আবার ভেবেছি টিভিতে বিজ্ঞাপন দেব।'

সবার আব্বু-আম্মু এসে ওদের সামনে দাঁড়িয়েছেন। কেউ কোনো কথা বলছেন না, সবাই গম্ভীর হয়ে আছেন। উপলের আব্বু হঠাৎ ওদের হাতের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কী বলেছিলাম না, ওই যে ওদের হাতে পরীক্ষার সার্টিফিকেট, নিশ্চয় ওরা খুব কম নাম্বার পেয়েছে, সেটা লুকানোর জন্যই আমাদের কাছ থেকে পালিয়ে এসেছে।' উপলের আব্বু অন্যদের আব্বু-আম্মুদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কী, এখন আমার কথা বিশ্বাস হলো।' তারপর উপলের হাত থকে কাগজটা হাতে নিয়ে খুব দ্রুত বললেন, 'এই যে, বাংলায় পেয়েছে ৪৪, ইংরেজিতে ৩৮, অঙ্ক ৫৩! ছিঃ ছিঃ, এত কম নাম্বার! আমার লজ্জাই লাগছে। উপল—।' উপলের আব্বু উপলের দিকে একটু এগিয়ে এসে বলেন, 'তুই এসব কী নাম্বার পেয়েছিস বল তো?'

উপল একটু সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলে, 'তুমি আরো ভালো করে কাগজটা দেখো তো আব্বু।'

‘দেখেছি দেখেছি, ভালো করেই দেখেছি। আমরা তোদের বয়সে এর চেয়ে কত বেশি মার্কস পেতাম। তোদের যদি আমাদের সেইসব সার্টিফিকেট আর মার্কসশীটটা দেখাতে পারতাম!’

‘ওইটা তোমারই মার্কসশীট বাবা।’

‘অ্যা, এটা কী বলছিস?’

‘ভালো করে দেখো।’

উপলের আব্বু ভালো করে দেখে বললেন, ‘হ্যাঁ, এটা তো আমারই মার্কসশীট।’ বলেই মাথাটা নিচু করে ফেলেন উপলের আব্বু।

টুইটি একটু এগিয়ে এসে বলে, ‘আমরা প্রায় আমাদের সবার আব্বুর মার্কসশীট আর সার্টিফিকেট ম্যানেজ করে ফেলেছি।’ টুইটি একটু এগিয়ে এসে ওর আব্বুর সামনে দাঁড়িয়ে বলে, ‘আব্বু, তোমরা সারাক্ষণ আমাদের ভালো রেজাল্ট করতে বলো, এর জন্য আমাদের ঠিক মতো খেলতে দাও না, পাঠ্য বইয়ের বাইরে কোনো ভালো বই পড়তে দাও না, ভালো সিনেমা দেখতে দাও না, মজার কোনো জায়গায় বেড়াতেও নিয়ে যাও না। আমরা সারাক্ষণ ভালো রেজাল্ট করার জন্য ব্যস্ত থাকি। সে ব্যস্ততা আমাদের মোটেই ভালো লাগে না, বরং কষ্ট লাগে। অথচ দেখ, তোমরা আমাদের চেয়ে খারাপ রেজাল্ট করতে, কিন্তু এখন ভালো আছো, ধীরে ধীরে ভালো রেজাল্ট করে ভালো আছো।’ টুইটি একটু থেমে বলে, ‘কিছু মনে করো না আব্বু, সেই জিনিসটা প্রমাণের জন্য তোমাদের আলমারি থেকে এগুলো নিয়েছিলাম আমরা। স্যরি বাবা, স্যরি সব আঙ্কেল।’www.boighar.com

প্রত্যেকের আব্বুর হাতে কাগজগুলো দিয়ে গেটের বাইরে চলে আসে ওরা। তার আগে টুইটি সবার আব্বু-আম্মুর দিকে তাকিয়ে বলে, ‘এবার আমরা সবাই ভালো রেজাল্ট করব দেখো, তার আগে তোমাদের কোনো গিফট নেব না আমরা, তোমাদের আদরও আর চাইব না, আইসক্রিম খাওয়ার টাকাও নেব না, জরুরী কোনো প্রয়োজন ছাড়া কোনো কথাও বলব না। আগে ভালো রেজাল্ট করব আমরা, খুব ভালো রেজাল্ট, তোমরা যেমন চাও তেমন রেজাল্ট।’

গ্যারেজের সামনে এসে ওরা সবাই বসে পড়ে। অর্ক হঠাৎ টুইটির দিকে তাকিয়ে বলে, ‘আপু, তুমি কাঁদছ?’

চোখ দুটো মুছতে মুছতে টুইটি বলে, ‘না, কাঁদছি না, কষ্ট হচ্ছে খুব।

আব্বু-আম্মুদের এত কথা শোনালাম!'

দোতালা থেকে হঠাৎ ডিউয়ের আম্মু চিৎকার করে উঠলেন, 'ডাকাত ডাকাত... ।'

টুইটিরা আগের মতোই বসে রইল। ছাদের গেটটাতে তালা লাগানো আছে, তাকিয়ে দেখল নিচের গেটটাতেও তালা লাগানো। এরই মধ্যে দারোয়ান চাচা বড় একটা লাঠি নিয়ে ছুটে চলে গেছেন দোতালায়। না, আব্বু-আম্মুর কোনো অসুবিধা হবে না। তিনজন চোরকে এতগুলো মানুষ ধরে ফেলতে পারবে।

তবু ওরা উঠে দাঁড়িয়ে বাইরের গেটটার সামনে দাঁড়াল এবং সেটা খুলে ভেতরে ঢুকল। যত কিছুই হোক আব্বু-আম্মু তো! তাদের কিছু হলে ওরা কি ভালো থাকবে! টুইটি চোখে পানি নিয়ে মনে মনে বলে—একটুও না, একটুও না।

www.boighar.com

boighar.com